রাসূলুল্লাহর (স.) নামায
ও
জরুরী দু'আ

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা

রাসূলুল্লাহর (স.) নামায ও জরুরী দু'আ

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা
প্রিন্সিপ্যাল (অবঃ)
সরকারী নাজির আখতার কলেজ, সোনাতলা, বগুড়া
ও
প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,
সরকারী দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মানিকগঞ্জ।
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
মেহেরপুর সরকারী কলেজ, মেহেরপুর।
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
বি, এল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
দৌলতপুর, খুলনা।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহর (সা.) নামায ও জরুরী দু'আ

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থ সত্ব

বেগম আনখা তাহ্‌মিনা স্মৃতি

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১০

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

ডিজাইন বাজার

মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০১

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Shahin-01715-058281

RASULULLAH (SM)-R NAMAJ O JORURY DUA Written by **Prof. M.A, Jalil**, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125 Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 First Edition August 2010,

Price : 125.00 Only. US$. 02.00 **ISBN-984-70241-0018-6**

www.amarboi.org

উৎসর্গ

মোছাঃ মেহেরুন্নেছা
ও
মাওলানা আকবর হোসেন
(মরহুম মগফুর মা এবং আব্বাজান)

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও অফুরন্ত স্নেহে বেড়ে উঠেছি কিন্তু তাঁদের হক আদায় করতে না পেরে অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ ক্ষুদ্র তোহফা। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন- আমীন।

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দ্বিতীয় সংস্করণ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে "রাসুলূল্লাহ (সাঃ) এর নামায ও জরুরী দু'আ" বইটির বেশ কিছু সংখ্যক কপি ছাপানো হলেও অল্প সময়ের ব্যবধানেই তা শেষ হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন মহল থেকে বইটির ২য় সংস্করণ বর্ধিত আকারে ছাপানোর প্রবল চাপ আসায় আমি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে প্রয়াসী হলাম।

আলহামদুলিল্লাহ্। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বইটি লেখা হয়েছিল সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ থেকে যে তথ্য পেয়েছি তাতে আমার বিশ্বাস আমার লেখাটি স্বার্থক হয়েছে বাকী আল্লাহর ইচ্ছা। গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে যদি আল্লাহর একটি বান্দাও রাসূলুল্লাহর নামাযের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তবে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে এবং পর জীবনের নাজাতের আশা করতে পারবো।

এ সংস্করনে কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। নানা ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে সংস্করণটি ছাপা হল। তাই ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আগামীতে পাঠকের নিকট থেকে কোন সংশোধনী পেলে ধন্যবাদের সাথে তা গৃহীত হবে এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তায়ালা তার সকল বান্দাহকে রাসূল (সাঃ) দেয়া পদ্ধতি মাফিক সালাত আদায় করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমার এ নগন্য খেদমত কবুল করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা
প্রিন্সিপ্যাল (অবঃ)
সরকারি নাজির আখতার কলেজ
সোনাতলা, বগুড়া।

www.amarboi.org

লেখকের কথা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ। যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে "রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামায ও জরুরী দু'আ" এই সংক্ষিপ্ত লেখাটি প্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হল এবং জ্ঞান-পিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পারলাম শুরুতেই সেই করুণাসিন্ধু সীমাহীন দয়ার আঁধার মহাপ্রভু রাব্বুল আলামীনের বারগাহে লাখো কোটি শোকরিয়া আদায় করছি। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুননাবীয়ীন রাহমাতুললিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর তাঁর সাহাবী ও পরিবারবর্গের প্রতি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত জনমানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।

নামায অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদত ও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ; এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে প্রথম যে হিসেব দিতে হবে তা হচ্ছে নামায। নামায পরিত্যাগই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য। তাই নামায পড়ার নিখুঁত পদ্ধতি অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (স.) কিভাবে নামায পড়েছেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত প্রয়োজন। ফেরেস্তা শ্রেষ্ঠ জিবরীল (আ.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) কে নামাযের সর্বোত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সেই পদ্ধতিই সকল মুসলিম ভাই বোনদের জানানোই বইটির আসল উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামাযের উপর বাজারে বেশ কিছু বই থাকা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ হাদীসের সমন্বয়ে ব্যতিক্রমধর্মী আঙ্গিকে ছোট কলেবরে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বিশেষ করে নিভৃত পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে বোধগম্য, সহজলভ্য ও ক্রয় সীমার মধ্যে বইটি সংগ্রহের অভিপ্রায় নিয়ে নামাযের প্রারম্ভিক কাজ তাহারাত বা পবিত্রতা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নামায জানাযা পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

www.amarboi.org

আলোচনার ভিতর আমার নিজস্ব কোন মতামতের অবতারণা করিনি। যা উপস্থাপন করেছি সব মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে। তেমন কোন দূর্বল বা যয়ীফ হাদীসের উল্লেখ বইটিতে নেই। সীমিত দু-এক জায়গায় উল্লেখ থাকলেও সেখানে সেভাবেই মতামত সহকারে চিহ্নিত করেছি।

সরকারী চাকুরীর সুবাদে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় অবস্থান করার সুযোগ হয়েছে। ইসলামের একজন নগণ্য খাদেম হবার সুযোগে সর্বমহলে জনগণের মাঝে মিশে থেকে দেশে-বিদেশে অসংখ্য মুসলিমের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযকে নিবিরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমার মনের গভীরে মনোবেদনার সঞ্চার হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামায ও সাহাবায়ে কেরামগণের নামাযের সাথে আমাদের নামাযের তুলনা করলে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। আমরা অনেকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জেনে বুঝেও নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সহীহ তরিকা অনুসরণে তৎপর নই। অথচ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই দীর্ঘদিন থেকে চিন্তা ভাবনা করছিলাম আমার মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণ ও ব্যক্তি হিসেবে বিষয়টির উপর জীবনে যতটুকু গবেষণামূলক পড়াশুনা করেছি তা মুসলিম ভাই-বোনদের খেদমতে পেশ করা জরুরী। আল্লাহর রাসূল স.) বলেছেন, 'বাল্লেগু আন্নী অলাও আয়্যাত' একটি আয়াত জানলেও তা আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও। এই প্রত্যয় নিয়েই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সাধ আজ পূর্ণ হতে যাচ্ছে দেখে আবারো মা'বুদের দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যাঁর সীমাহীন করুণা না পেলে মেধা, মনন, অধ্যবসায় আর প্রত্যয়ের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জ্ঞানপিপাসুদের জন্য বইখানা প্রণয়ন ও উপস্থাপনা আদৌ সম্ভব হতো না। গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে যদি একটি হৃদয়ও রাসূলুল্লাহর (স.) নামাযের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহলে এ দীন লেখকের সমুদয় পরিশ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

www.amarboi.org

বইটি লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে কাছে থেকে পারিবারিক পাঠাগার হতে যিনি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও সারাক্ষণ এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন তিনি আমার জীবন সাথী পরম সহধর্মিনী বেগম আনখা তাহ্‌মিনা স্মৃতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এ কাজের যাযায়ে খায়ের দান করুন।

গ্রন্থটির প্রণয়ন, সংশোধনী, প্রুফ দেখা ও পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজ যারা নিবিষ্ট চিত্তে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন কষ্ট স্বীকার করে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিক আমার পরম স্নেহাস্পদ নাতি **ডক্টর মাওলানা মাহ্‌ফুজুর রহমান আখন্দ**, মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস **ডক্টর মাওলানা মুহাম্মদ মোখলেসুর রহমান**, আমার স্নেহভাজন বড় শ্যালক সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাইওলজি বিভাগের প্রফেসর ও সভাপতি **ডক্টর এ.টি.এম. মাহবুব-ই-ইলাহী তাওহীদ** এর নাম উল্লেখ না করে পারছিনে। তাঁদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। তাঁদের এ ধরনের সাহায্য না পেলে বইটি আলোর মুখ দেখতো কিনা সন্দেহ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাঁদের জাযা দিতে পারবে না।

বইটি রচনায় যাঁরা নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে আমার লেখনিকে চলমান রেখেছেন এবং পান্ডুলিপি দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার মহিমাগঞ্জ কামিল আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহা. এবাদুর রহমান, বগুড়ার ইসলামী জ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মাও. মোফাজ্জল হক, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল লতিফ, স্নেহাস্পদ জামাতাদ্বয় অধ্যাপক মাওলানা আবু তাহের সিদ্দিকী ও ডাঃ টি. আই. এম. রিজাউল কারীম অন্যতম। এছাড়াও সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও অন্যান্য সকল প্রকার কাজেই সুপরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতার

www.amarboi.org

বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

কেউই ভুলের উর্ধ্বে নন। শুধু নবী রাসূলগণই ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন। মুদ্রণ শিল্পের বহু স্তর পেরিয়ে প্রকাশিত হয় একটি বই। তাই বইটি ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত চেষ্টার পরেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পাঠকের মনে পীড়া দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে প্রত্যাশা রলো তাঁরা যেন আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং বইটির গুণগত মানোন্নয়নে গঠনমূলক সমালোচনা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আরও সুন্দরের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা যোগান।

রাব্বুল আলামীন যদি আমার এ পড়ন্ত সায়াহ্নজীবন দীর্ঘায়িত করেন তবে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। তাই মহান মা'বুদের সমীপে তাঁর অফুরন্ত ভান্ডার হতে সাহায্য প্রার্থনা করে আমার শুভান্যধ্যায়ী পাঠক পাঠিকাদের নিকট ঐকান্তিক দু'আর আবেদন জানিয়ে সেই অনাগত ভবিষ্যতের পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলাম, পাঠকবৃন্দের হৃদয় নিংড়ানো দু'আই আমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের একান্তকাম্য।

পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন এ গ্রন্থের সুবাদে এই অধম গুনাহগার বান্দার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করুন এবং পাঠকবৃন্দের অন্তঃকরণ রাসূলুল্লাহ (স.) এর পবিত্র অনুরাগ ও বরকতে হীরন্ময় হয়ে উঠুক। আমীন।

মায়াসসালাম

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা

প্রিন্সিপ্যাল (অবঃ)

সরকারী নাজির আখতার কলেজ সোনাতলা, বগুড়া।

www.amarboi.org

মতামত-১

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মহান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজীবের মধ্যে মানুষকেই সবচেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী করে সৃষ্টি করেছেন। মূলতঃ বিবেকই এ পার্থক্যের প্রধান কারণ। বিবেকসম্পন্ন করা হয়েছে বলেই শক্তিশালী প্রাণীকূলের মধ্যেও মানুষই সেরা। সেরা মানবজাতির সঠিক পথ নির্দেশিকা দেবার জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে সর্বকালের সেরা মানুষ হযরত মুহাম্মদকে (স.)। তাঁর উম্মত হতে পেরে আমরা গর্বিত।

উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর নামায একটি প্রধানতম ফরজ ইবাদত। অথচ এ ইবাদতের ব্যাপারে আমরা অনেকেই উদাসীন। যারা পাঞ্জেগানা নামাযের পাবন্দী তাদেরও অনেকের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে বহুরকম ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। অথচ সহীহ পদ্ধতিতে নামায আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (স.) কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে এ ধরনের দুর্বলতা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক।

ছাত্রজীবন থেকেই প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল জলীল মিঞার সাথে আমার পরিচয় ও সখ্যতা। শিক্ষকতা জীবনের ইতি টেনে তিনি বর্তমানে লেখালেখির জগতে বিচরণ করছেন। ইতোমধ্যে তিনি সহীহ পদ্ধতিতে নামায আদায়ের জন্য **'রাসূলুল্লাহর (স.) নামায ও জরুরী দু'আ'** নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। আশাকরি তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের পড়ন্তবেলার এ শ্রম পাঠকের উপকারে আসবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ।

প্রফেসর ড. একেএম আজহারুল ইসলাম
সাবেক ভাইসচ্যান্সেলর
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ।

www.amarboi.org

মতামত-২

আলহাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আ'লা আলিহী ওয়াআসহাবিহী আজমাঈন।

সালাত ইসলামী শারীয়াহর দ্বিতীয় রোকন হলেও প্রথম রোকন তথা ঈমানের অস্তিত্বও প্রকাশ উহার (সালাত) উপর নির্ভরশীল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঈমানকে সালাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং সালাত আদায়কারী মাত্রই মু'মিন। মু'মিন ও সালাত আদায়কারী অভিন্ন দুটি নাম। মু'মিন তিনিই যিনি সালাত আদায় করেন।

'রাসূলুল্লাহর (স.) নামায ও জরুরী দু'আ' শিরোনামে সালাত সম্পর্কিত বইটি আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। কিছু সংশোধনও করেছি। যেসকল আমল অপেক্ষাকৃত দূর্বল হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে সম্মানিত লেখককে অনুরোধ করেছি। তিনি সেগুলো চিহ্নিতও করেছেন। যার ফলে বিতর্কিত আমলগুলোর হাদীসীমান বইটিতে বেশ স্পষ্ট হয়েছে।

বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো; লেখক প্রতিটি বিষয় হুবহু হাদীসের অর্থ দিয়ে সাজিয়েছেন। এতে নিজের কোন উক্তি বা অভিমত ব্যক্ত করেননি। কোন কিছু প্রমাণ করার চেষ্টাও করেননি। এমনকি কোন মাযহাব বা মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানবসুলভ 'হীনপ্রয়াসটুকুও' পরিলক্ষিত হয়নি তাঁর লেখনিতে।

বইটি রাসূল (স.) এর সালাতের উপর একটি অতি শক্তিশালী প্রামাণ্য রচনা। যে কোন পাঠক অতি সহজে তা থেকে উপকৃত হতে পারবেন। জেনে নিতে পারবেন সালাতের প্রয়োজনীয় সকল দু'আ।

পরিশেষে আমি বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। আল্লাহুম্মা আমীন।

ড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান
প্রধান মুহাদ্দিস
মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

www.amarboi.org

মতামত-৩

মানুষের শেষ নিবাস জান্নাত অথবা জাহান্নাম। দুনিয়ার জীবনই তার নির্ধারণী ক্ষেত্র। তাই একজন সচেতন মানুষ কখনই অলস প্রহর কাটাতে পারেন না। জান্নাতের তামান্নায় চলে তার ব্যস্ততম জীবন। মুলতঃ নামাযই এ প্রত্যাশিত জান্নাতের চাবিকাঠি। যারা প্রভূ প্রেমে একাকার হতে চান তাদের জন্যও নামাযের বিকল্প নেই, কেননা নামাযই মুমিনের মি'রাজ; প্রভূর কাছাকাছি যাবার একমাত্র উৎকৃষ্টতম মাধ্যম। দুনিয়ার জীবনে ভালো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। একমাত্র নামাযই মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রেখে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করে। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে একজন ভালো মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে এবং প্রভূপ্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরজীবনে জান্নাতের অতুলনীয় সুখ আস্বাদন করতে চাইলে সহীহ পদ্ধতিতে নামাজ আদায়ের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। ধর্মীয় জীবনে শতভাগ ইসলামের পাবন্দি না হলেও প্রায় সকলেরই ধর্মীয় অনুভূতি খুবই তীক্ষ্ণ। ইসলামকে জানা এবং মানার ক্ষেত্রেও সকলের মাঝে একটি পজেটিভ মনোভাব লক্ষণীয়। কিন্তু বাজারে সহীহ পদ্ধতিতে নামায বিষয়ক গ্রন্থ পর্যাপ্ত নয়। মিডিয়ার যুগে কলেবরে বড় গ্রন্থ পাঠের প্রতি অনেকেরই অনীহা। সেই প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্ত অথচ সহীহ পদ্ধতিতে নামায শেখার জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত উপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল জলীল মিঞা দীর্ঘ প্রায় চারদশক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন সরকারী কলেজে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। সাত দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতারই ফসল এ গ্রন্থটি। শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ উপলব্ধি এবং পরিণত বয়সের গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে তিনি সহীহ পদ্ধতিকে ধারণ করেছেন

www.amarboi.org

সাহসের সাথে। গ্রন্থটি কলেবরে সংক্ষিপ্ত হলেও অকাট্য দলীল দ্বারা নামাযের প্রত্যেকটি বিধানের উপস্থাপন করেছেন তিনি। ভাষা ব্যবহারেও তার দক্ষতা ও আধুনিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সহজবোধ্য ও ঝরঝরে ভাষায় লিখিত হবার কারণে গ্রন্থটি পাঠে সম্মানিত পাঠক ক্লান্তি অনুভব করবেন না বলে আমার বিশ্বাস। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে ব্যস্ততম পথচলায় এ গ্রন্থটি অনন্ত জীবনের কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ গ্রন্থের লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে যাযায়ি খাইর দান করুন, আমিন।

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ অর্ধশতাব্দীর অধীককাল ধরে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্বা প্রতিষ্ঠা এবং দেশ-জাতি বিনির্মানে সহায়ক বই প্রকাশনার কাজ করে আসছে। এ পুস্তকের লেখক প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। সারাজীবন শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত থেকেছেন বিধায় শিক্ষার মানসিকতা নিয়েই তিনি সর্বস্তরের মানুষের নিকট কোরআন হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহর (স.) নামায ও জরুরী দু'আ সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামায ও সাহাবায়ে কেরামগণের নামাযের সাথে আমাদের নামাযের তুলনা করলে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। আমরা অনেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জেনে বুঝেও নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সহীহ তরিকা অনুসরণে তৎপর নই। অথচ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ।

কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে প্রথম যে হিসাব দিতে হবে তা হচ্ছে নামায। নামাযই হচ্ছে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য। তাই নামায পড়ার নিখুঁত পদ্ধতি অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (স.) কিভাবে নামায পড়েছেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেকটি মুসলমানের একান্ত প্রয়োজন। ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (স.)কে যে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে নামাযের শিক্ষা দিয়েছেন, সেই পদ্ধতি সকল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে জানানোই বইটির আসল উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামাযের উপর বাজারে বেশ কিছু বই থাকা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ হাদীসের সমন্বয়ে ব্যতিক্রমধর্মী আঙ্গিকে ছোট কলেবরে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বিশেষ করে নিভৃত পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে বোধগম্য, সহজলভ্য ও ক্রয় সীমার মধ্যে বই সংগ্রহের অভিপ্রায় নিয়েই এই বইটি প্রকাশ হলো।

পবিত্র রমযান মাসে পাঠকের হাতে বইখানি পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থখানি যদি পাঠকের বাস্তব জীবনের রূপকে সামান্য পরিবর্তন সাধন করতে পারে তবে সেটাই আমাদের সফলতা।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

সূচীপত্র

১.	ভূমিকা	১৬
২.	গোসলের বিবরণ	১৯
৩.	ফরয গোসলের নিয়ম	২১
৪.	সুন্নাত গোসল	২২
৫.	মোস্তাহাব গোসল	২২
৬.	অযুর বিবরণ	২৩
৭.	অযুর ফরয	২৪
৮.	অযুর নিয়ম	২৪
৯.	অযু ভঙ্গের কারণ	২৬
১০.	তায়াম্মুমের বিবরণ	২৭
১১.	নামাযের সময়	২৭
১২.	নামাযের নিষিদ্ধ স্থান	২৯
১৩.	নামাযের শর্ত	২৯
১৪.	আযান	৩১
১৫.	আযানের জওয়াব ও দু'আ	৩২
১৬.	ইকামাত	৩৩
১৭.	ইকামতের জওয়াব	৩৪
১৮.	তিনটি কাজ বিলম্বে না করা	৩৫
১৯.	জামা'আতে নামাযের ফযিলত	৩৫
২০.	ওযর বা অসুবিধার কারণে জামা'আত তরক করার বিবরণ	৩৬
২১.	কাতারবন্দী	৩৭
২২.	মহিলাদের জামা'আতে নামায	৩৯
২৩.	মহিলাদের আযান ও ইকামাত	৪০
২৪.	অসুস্থ অবস্থায় নামায	৪০
২৫.	নামাযের রাক'আত	৪০
২৬.	বেতর নামায	৪১
২৭.	নামাযীর পোশাক	৪৩
২৮.	নামাযের নিয়ত	৪৪
২৯.	নামায শুরুর নিয়ম	৪৪
৩০.	সানা পাঠ	৪৫
৩১.	সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে	৪৬
৩২.	সূরা ফাতিহা	৪৭
৩৩.	সূরা ফাতিহার পর রাসূলুল্লাহ (স.) এর কিরা'আত	৪৮
৩৪.	রাফউল ইয়া দায়েন	৪৮
৩৫.	রুকূর বিবরণ	৫০
৩৬.	সিজদার বিবরণ	৫১
৩৭.	সিজদার তাসবীহ	৫১
৩৮.	সিজদার মর্যাদা ও গুরুত্ব	৫৩
৩৯.	জলসায় বসার নিয়ম ও দু'আ	৫৪
৪০.	জলসায়ে ইস্তেরাহাত	৫৫
৪১.	দ্বিতীয় রাক'আত পড়া	৫৬
৪২.	তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)	৫৬
৪৩.	দুরূদ শরীফ পাঠ	৫৭
৪৪.	দু'আয়ে মাছুরা	৫৮
৪৫.	সালাম শেষে ইমামের ফিরে বসা ও দু'আ	৫৯
৪৬.	আয়াতুল কুরসী	৬০
৪৭.	পিতামাতা ও সন্তানদের জন্য দু'আ	৬৫
৪৮.	ভাইবন্ধুদের জন্য দু'আ	৬৬

www.amarboi.org

৪৯.	দৈনন্দিন জীবনে জরুরী দু'আ	৬৭
৫০.	মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৬৭
৫১.	মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ	৬৮
৫২.	শোয়ার পূর্বে দু'আ	৬৮
৫৩.	ঘুম থেকে জেগে উঠার পর দু'আ	৬৮
৫৪.	পায়খানায় প্রবেশের দু'আ	৬৮
৫৫.	পায়খানায় থেকে বের হবার দু'আ	৬৯
৫৬.	বাড়ী থেকে বেক হওয়ার সময় দু'আ	৬৯
৫৭.	গৃহে প্রবেশকালের দু'আ	৬৯
৫৮.	সফরে রওয়ানা হওয়ার দু'আ	৬৯
৫৯.	খাবার পূর্বে দু'আ	৭০
৬০.	খানা খাবার পর দু'আ	৭০
৬১.	যান বাহনে উঠার দু'আ	৭০
৬২.	নৌকা বা পুলে বা জলযানে আরোহন কালে দু'আ	৭০
৬৩.	যানবাহন থেকে নামার দু'আ	৭১
৬৪.	বিপদকালীন দু'আ	৭১
৬৫.	এ দুয়াও পড়া যাবে	৭১
৬৬.	ইফতারের দু'আ	৭১
৬৭.	ইফতারের পরের দু'আ	৭২
৬৮.	কবর যিয়ারতের দু'আ	৭২
৬৯.	সাইয়্যাদুল ইসতিগ্‌ফার অর্থাৎ তওবার সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ ও তার ফযীলত	৭২
৭০.	সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত	৭৩
৭১.	জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির দু'আ	৭৪
৭২.	রোগী দেখার দু'আ	৭৫
৭৩.	যে তাসবীহ সমস্ত দিনের তাসবীহ পাঠের সমতুল্য	৭৫
৭৪.	তাহাজ্জুদ নামায	৭৬
৭৫.	তাহাজ্জুদ এর সময় ও নিয়ম	৮০
৭৬.	ইশরাকের নামায	৮১
৭৭.	চাশ্‌ত বা চাশ্‌তের নামায	৮২
৭৮.	সালাতুত তাসবীহ	৮২
৭৯.	সালাতুল আউয়াবীন	৮৩
৮০.	কসর নামায	৮৪
৮১.	জুম'আর নামায	৮৬
৮২.	জুম'আর নামাযের সূচনা, ফযীলত ও মর্যাদা	৮৮
৮৩.	জুম'আর দিনের গুরুত্ব	৮৯
৮৪.	জুম'আর সুন্নত নামায	৮৯
৮৫.	ফযীলত ও মর্যাদা	৯০
৮৬.	সহুসিজদা	৯১
৮৭.	সন্দেহের সিজদা	৯২
৮৮.	ক্বাযা ও ভুলের নামায	৯৩
৮৯.	মৃত্যুকালীন করণীয় ও গোসল প্রসঙ্গে	৯৩
৯০.	মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পদ্ধতি	৯৫
৯১.	গোসলদানকারীর সাওয়াব	৯৬
৯২.	কাফনের কাপড়	৯৬
৯৩.	জানাযার নামায	৯৭
৯৪.	জানাযার তাকবীর	৯৯
৯৫.	ঈদের নামায	১০১
৯৬.	ইস্তেখারার নামায	১০৩
৯৭.	ইস্তেখারার দু'আ	১০৩
৯৮.	লেখকের আরয	১০৫
৯৯.	সহায়ক গ্রন্থাবলী	১০৬

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا اَمَّابَعْدُ!
صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّى

উচ্চারণ : ..... সাল+ কামা রাআইতুমুমী উছাল্লী

অর্থ : তোমরা ঠিক সেভাবে নামায আদায় কর, যেভাবে আদায় করতে দেখেছ আমাকে (সহীহ্ বুখারী)।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায। ঈমানের পরই নামাযের স্থান। নামায ফারসী শব্দ হলেও আমাদের নিকট শব্দটি বাংলার মতই সুপরিচিত। নামাযের অর্থ আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়া, অগ্রসর হওয়া, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া বা তাঁর কাছে চাওয়া। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত তরিকা অর্থাৎ নামাযের আরকান-আহ্কাম, ওয়াক্ত, রাক'আত এবং বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে হয়। ঈমান গ্রহণের পর একজন মুসলিমের কাছে সর্বপ্রথম দাবী নামায কায়েম করার। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে; অর্থাৎ নামায তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। ইসলামে যত প্রকার ইবাদত আছে তার মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম পালনীয় ইবাদত। বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম সেতুবন্ধন নামায। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছে, اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ (উচ্চারণ): আসসালাতু-মে'রাজুল মু'মিনিন অর্থ: নামায মুমিনের মে'রাজ স্বরূপ।

খ. নামায জান্নাতের চাবি স্বরূপ। যেমন হাদীসে এসেছে-

اَلصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

আসসালাতু মেফতাহুল জান্নাত

www.amarboi.org

গ. নামায দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও বিনষ্টকারী অর্থাৎ মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

নামায হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে দ্বীনকে কায়েম করে। যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে সে দ্বীনকে পরিত্যাগ করে।

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা; (মুসলিম)।

প্রকৃতপক্ষে নামায আদায়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বান্দার চরম আনুগত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। সঠিক নিয়মে, বিশুদ্ধভাবে ও নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ তাক্ওয়া সম্পন্ন বা আল্লাহভীরু হতে পারে। এ মর্মে কুরআনে এসেছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

উচ্চারণ: ইন্নাসসালাতা তানহা আনেল ফাহ্সায়ে অল মুনকারে (আনকাবুত-৪৫)

অর্থ: নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ নামায সব রকম খারাপ কাজ ও কুঅভ্যাস থেকে দূরে রাখে। নামায মানুষকে পবিত্র, ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ বানিয়ে দেয়। (আনকাবুত-৪৫)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে কিয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নূর ও ঈমানের প্রমাণ হবে এবং নাযাতের কারণ হিসেবে প্রমাণিত হবে। যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করবে না তার সেই নামায না তার জন্য নূর ও ঈমানের

www.amarboi.org

প্রমাণ হবে, আর না সেই নামায আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবে। এমন লোক কিয়ামতের দিন ফিরাউন, হামান এবং উবাই-বিন-খালফের সাহচর্য লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেছেন, আমার উম্মতের নিকট সর্বপ্রথম ফরয হচ্ছে নামায এবং কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (স.) নামাযকে নদীর সাথে তুলনা করে বলেছেন, প্রতিদিন পাঁচবার নদীর পানিতে গোসল করলে যেমন গায়ে ময়লা থাকতে পারে না, তেমনি প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার আত্মায় কোন মলিনতা থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা নামাযের বদৌলতে তাঁর গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন।

হযরত আবু যর (রা.) বলেন, একবার শীতের সময় গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল, সেই সময় রাসূলুল্লাহ (স.) বাইরে তশরীফ আনলেন আর একটি গাছের দু'টি ডাল ধরে ঝাঁকি দিতে শুরু করলেন। ঝরঝর করে শুকনো পাতাগুলো পড়তে লাগল। তখন তিনি বললেন, হে আবু যর, যখন কোন মুসলিম একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় করে তখন তার গুনাহসমূহ ঠিক এভাবে ঝরে পড়ে, যেমনভাবে এই গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে।

দুনিয়াতে যত নবী রাসূল এসেছিলেন, তাঁদের সবার উপরই নামায ফরজ ছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, একমাত্র নামাযই মানুষকে সৎ চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু বানায়। মানুষকে আদর্শ মানুষে পরিণত করতে পারে। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের এটাই সর্বোত্তম উপায়। বিনয় ও গভীর মনোযোগের সাথে জামা'আতে নামায আদায় করাকেই ইকামাতে সালাত বলা হয়েছে। মু'মিনের জীবনকে সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলার এ এক উৎকৃষ্টতম পন্থা। এর মাধ্যমেই বান্দা লাভ করে অদম্য প্রেরণা শক্তি। নামায ধাপে ধাপে বান্দাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। যার নামায যত উন্নত আল্লাহর কাছে

www.amarboi.org

সে ততো মর্যাদাবান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজের রাত্রে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয হয়।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য নামায একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ। জনৈক পশ্চিমা শরীরতত্ত্ববিদ বলেছেন, 'নামায এমন এক অত্যাশ্চর্য সামগ্রিক ব্যায়াম যা অল্প বয়স থেকে বেশি বয়স, সকলের শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনের জন্য বিস্ময়করভাবে প্রযোজ্য।' যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে সহজে তার কোন রকম শারিরীক বা মানসিক রোগ হবে না। জনৈক আমেরিকান চিকিৎসাবিদ বলেছেন, 'মুসলিম মেয়েরা যদি জানতো যে, নামাযের সিজদার মাধ্যমে চেহারার লাবন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় তাহলে তারা সিজদাহ থেকে উঠতো না' নামায আমাদেরকে সুস্থ-সবল, সজীব ও প্রফুল্ল রাখার অন্যতম মাধ্যমও বটে।

গোসলের বিবরণ

নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ফরয। অপবিত্র শরীরে বা কাপড়ে নামায হয় না। শরীর নাপাক হলে গোসল করা ফরজ। রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانَ (مسلم)

উচ্চারণ: আত্তুহুরো সাতরোল ইমান

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক (মুসলিম)।

অর্থ : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (খাতনার স্থান পর্যন্ত) যদি স্ত্রী অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে উভয়ের গোসল ওয়াজিব হবে। (মুসলিম, আহমাদ তিরমিযী)। যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে কাপড় ভিজা দেখবে অর্থাৎ বীর্যপাত দেখবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে, স্বপ্নের কথা যদি মনে নাও থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। আর যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে (অর্থাৎ যেন সে সঙ্গম করেছে) এবং কাপড় ভিজা না পায় তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা) এবং মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিধান। কেননা তাদেরও স্বপ্ন দোষ হতে পারে। স্বপ্ন দোষ

www.amarboi.org

হলে তারাও গোসল করবে। (বুখারী ও মুসলিম) মহিলার ফরজ গোসলের পানি যদি কোন পাত্রে অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে পুরুষের গোসল করা জায়েজ। (মুসলিম)

নাপাক অবস্থায় স্বামী স্ত্রী উভয়ে এক পাত্র হতে পানি উঠায়ে গোসল করার সময় একে অপরের হাতে ঠোকা লাগলে কোন অসুবিধা নেই। (বুখারী ও মুসলিম)। পুরুষের গোসল করার পর নাপাক স্ত্রীর সাথে শয়ন করা এবং তার শরীরে শরীর লাগানো জায়েজ। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে চাইলে বা শুতে চাইলে প্রথমে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতে হবে নামাযের জন্য যেভাবে অযু করে সেভাবে অযু করে নিতে হবে। তবে নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে চাইলে শুধু হাত ধোয়াই যথেষ্ট; (নাসায়ী)। মুশরিক ব্যক্তিকে দাফন করলে গোসল করা ওয়াজিব। (নাসায়ী)

পানিই হলো সমস্ত পবিত্রতার মূল। অতএব যাতে পবিত্র পানি দিয়ে অযু, গোসল এবং খাওয়া দাওয়া করা যায় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন ঘুম থেকে জেগে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত না ডুবায়, কারণ জানা নেই যে রাত্রে তার হাত কোথায় কি অবস্থায় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)।

কোন জায়গায় দুই কুল্লা অর্থাৎ ৫ মশক (সোয়া ছয় মন পরিমাণ) পানি থাকলে তাতে নাপাক বস্তু পতিত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত তার গন্ধ, স্বাদ ও রং পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পানি নাপাক হবে না। কিন্তু উক্ত পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়ে রং, স্বাদ ও গন্ধের যে কোন একটি বদলে গেলে সে পানি নাপাক হবে। সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, ঝরণা, পুকুর, কূয়া, নলকূপ, ট্যাংক ইত্যাদির পানি সর্বদা পাক থাকে। গভীর পানিতে লতা-পাতা ঘাস ইত্যাদি পচে গেলে অথবা জলচর এবং রক্তহীন প্রাণী পড়ে মরে গেলেও পানি নাপাক হবে না (মুসলিম)।

www.amarboi.org

এছাড়া বিড়ালের খাওয়া পানি দ্বারাও অযু করা জায়েজ। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা)।

দুগ্ধপোষ্য ছেলেশিশু যারা এখনও মায়ের দুধ ছাড়া আর অন্য কিছুই খেতে শিখেনি এমন শিশু কারও কাপড়ে বা শরীরে কিংবা নামাযের মুসাল্লায় পেশাব করে দিলে তাতে পানির ছিটা দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুটি মেয়ে হলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় পবিত্র হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

গোসল তিন প্রকার (১) ফরয (২) সুন্নাত (৩) মোস্তাহাব।

উল্লেখ্য, গোসলের ফরয ৩টি যথা-

ক. গড়গড়াসহ কুলি করা
খ. নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা
গ. সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা।

ফরয গোসলের নিয়ম

ফরয গোসল করার সময় মনে মনে পবিত্রতার নিয়ত করতে হবে। পর্দার আড়ালে গোসল করা সুন্নত; (বুখারী)। ফরয গোসল করার সময় প্রথমে নিজ হাত তিনবার ধুইতে হবে, তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান এবং উরু ধুয়ে নিতে হবে। অতঃপর দু'হাত সাবান বা মাটি দ্বারা পরিস্কার করে নিয়ে অযু করতে হবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতে হবে। ভালভাবে গোসল করে নিতে হবে এবং চুলের গোড়ায় আঙ্গুল ফিরাবে এবং পানি ঢেলে শরীর উত্তমরূপে ধৌত করবে। সাবধান হতে হবে যেন শরীরের কোথাও শুকনা না থাকে। অতঃপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা ধুবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

স্ত্রী লোকের চুল খোপা বাঁধা অথবা বেনী গাঁথা অবস্থায় থাকলে গোসলের সময় সেটি খোলার প্রয়োজন নেই। তিনবার পানি দিয়ে চুলের গোড়া ভিজিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু ঋতুবতী মহিলা যখন হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করবে তখন চুল খোলা জরুরী; (নাসায়ী)।

www.amarboi.org

ফরজ গোসলের পূর্বে যে অযু করবে সে অযুই যথেষ্ট, গোসলের পরে অযু করা জরুরী নয়। (সুনানে আরবা)। যে ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর সাথে এক রাতেই সহবাস করবেন তার জন্য শেষে একবার গোসল করাই যথেষ্ট (মুসলিম)। কেউ স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় বার সহবাস করার ইচ্ছা করলে (মধ্যখানে) অযু করে নিতে হবে। (নাসায়ী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা বিবির সাথে মিলনের সংকল্প করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا (حديث)

উচ্চারণ: বিছমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাসশায়তানা ওয়া জান্নেবেশ শায়তানা মা রাজাকতানা।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করো এবং আমাদেরকে যে বস্তু (সন্তান) প্রদান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। (সিহাহ্ সিত্তা)।

সুন্নাত গোসল

(১) জুমআর দিনে (২) দুই ঈদের দিনে (৩) আরাফার দিনে অর্থাৎ হাজীদের জন্য যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে আরাফাত ময়দানে যাওয়ার পূর্বে (৪) মক্কা শরীফে প্রবেশের সময় (৫) হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে (৬) শিংগা লাগানোর পর (৭) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর (৮) এবং কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য গোসল করা সুন্নাত। (সিহাহ্ সিত্তা)।

মোস্তাহাব গোসল

সেইসব গোসল মোস্তাহাব যা আমরা সাধারণত শরীর পাক থাকলেও শুধু শরীর ঠান্ডা রাখা এবং ধুলাবালী ঘাম ইত্যাদি থেকে পরিস্কার হওয়ার জন্য করে থাকি।

www.amarboi.org

অযুর বিবরণ

নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য উপযুক্ত করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা যথা নিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নামই অযু। নামাযী লোকের মুখ মন্ডল হাত পা অযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে যাবে আর এই চিহ্ন দেখে হুজুর (স.) কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তাঁর উম্মতকে চিনতে পারবেন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

অযু ব্যতীত নামায হয় না। নামায আদায়ের জন্য অযু করা ফরয। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (مائدة ايات.٦)

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামায আদায় করতে উদ্যত হও তখন তোমাদের মুখ মন্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর এবং পা দু'খানা টাখনু সমেত ধৌত কর। (সূরা মায়দা-৬)

হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তম রূপে অযু করে তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে, এমন কি তার নখের নীচ হতেও। (বুখারী ও মুসলিম)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّا – (بخارى)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, যার অযু নাই, অযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (বুখারী)।

www.amarboi.org

অযুর অঙ্গসমূহ এক বা দুইবার ভালভাবে ধুলেও চলে (বুখারী)। তবে তিনবার করে ধোয়া সুন্নত এবং তিনবারের অধিক ধোওয়া নিষেধ; (বুখারী ও মুসলিম)। অযুতে বেশী পানি ব্যবহার করা অনুচিত; (ইবনে মাজাহ)।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক অযুর সময় মিসওয়াক করার ব্যাপারে মহানবী (স.) খুবই তাগিদ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ اَوْ عَلَى النَّاسِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবার আশঙ্কা না হতো অথবা লোকদের কষ্টের ভয় না হতো, তাহলে আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম; (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি মিসওয়াকের ব্যাপারে তোমাদেরকে অনেক তাগিদ করেছি; (বুখারী)।

অযুর ফরয চারটি

ক. মুখ মন্ডল ধৌত করা

খ. হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করা

গ. মাথা মাসেহ্ করা

ঘ. দুই পা টাখনু (গিড়া) পর্যন্ত ধৌত করা।

অযুর নিয়ম

প্রথমে অযুর নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে অযু আরম্ভ করতে হবে। (বুখারী)

www.amarboi.org

১. দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিতে হবে।

২. ডান হাতের তালুতে পানি নিয়ে অর্ধেক পানি মুখে ও অর্ধেক পানি নাকে দিয়ে কুলকুচি করে কুলি করবেন ও বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বেন।

৩. পানি নিয়ে মুখমন্ডল (মাথার চুলের নীচ হতে দুই কানের পাশ দিয়ে চিবুক পর্যন্ত) ধুবেন এবং দাড়ির নীচের দিক দিয়ে আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করবেন।

৪. আগে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুবেন।

৫. সামান্য পানি নিয়ে দুই হাতের তালু ভিজিয়ে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে মাথার উপর কপালের দিক হতে আরম্ভ করে ঘাড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন, পুনরায় তথা হতে আরম্ভ করে উভয় হাতের তালুদ্বয়কে মস্তকের উভয় পাশে স্পর্শ করাতে করাতে কপাল পর্যন্ত আসবেন।

৬. হাত ভিজায়ে কানের ছিদ্রের মধ্যে শাহাদত অঙ্গুলীর পেট দ্বারা কানের উপরিভাগ মাসেহ করবেন। কর্ণদ্বয় মাসেহ্ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) নুতনভাবে সামান্য পানি নিতেন; (বায়হাকী)।

উল্লেখ্য, মাথা ও কান মাছাহ করার পর হস্তদ্বয়ের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাছাহ করার উল্লেখ হাদীসে নেই।

দাড়ি ঘন থাকলে তা খেলাল করা সুন্নাত; (আবু দাউদ)।

৭. প্রথম ডান পা তারপর বাম পা টাখনু (গিড়া) পর্যন্ত ধুবেন। (বুখারী ও মুসলিম)। পেশাবের ছিটার সন্দেহ অবসানকল্পে অযু শেষে পরিহিত পোষাকের উপর লজ্জাস্থানের দিকে পানির ছিটা দেয়া সুন্নত। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

হাত কান কিংবা আঙ্গুলে অলংকার বা আংটি থাকলে নড়াচড়া করে সে স্থান ভিজিয়ে নিতে হবে (আবু দাউদ)। অযুর অঙ্গে পট্টি বাঁধা থাকলে

www.amarboi.org

কিংবা তথায় পানি লাগলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে ভিজা হাতে মুছে দিলে অযু জায়েয হবে। (আবু দাউদ)।

অযুর শেষে দু'আ-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (مسلم)

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহুম্মাজ্'য়ালনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ'য়ালনী মিনাল মুতাতহ্হিরীন।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও তার কোন শরীক নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (মুসলিম ও তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযুর পর এই দু'আ পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খোলা থাকবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)।

অযু ভঙ্গের কারণ

১. মল মূত্রের দ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে।
২. গুহ্য দ্বার দিয়ে বায়ু বের হলে।
৩. চিৎ হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে শুয়ে নিদ্রা গেলে।
৪. বিনা আবরণে গুপ্তাঙ্গে হাত লাগলে।
৫. মুযী (পাতলা বীর্য, যার কারণে গোসল ফরজ হয়না) বের হলে।
৬. যে সব কারণে গোসল ফরজ হয় তা ঘটলে।
৭. শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বের হয়ে গড়ে পড়লে।
৮. হায়েজ-নিফাস হলে।
৯. মুখ ভরে বমন হলে।
১০. উটের গোস্ত ভক্ষণ করলেও অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (সিহাহ্ সিত্তা)।

www.amarboi.org

তায়াম্মুমের বিবরণ

পানির অভাবে অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা হলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। আল্লাহ তায়ালা বলেন।

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ (سورة نساء)

যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং মাসেহ কর মুখমন্ডল ও হাত। (সূরা নিসা ৪৩ আয়াত)। উল্লেখ্য, নাপাক অবস্থায় গোসলের পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটিতেই গোসলের তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

তায়াম্মুমের আগে ও পরে অযুর দু'আ পাঠ করতে হবে। বিসমিল্লাহ বলে পাক মাটি অথবা ঢিলার উপর একবার দুই হাত ভাল করে ঘষে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মুখ মন্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার মাসেহ করতে হবে (বুখারী ও মুসলিম)। তারপর অযুর দু'আ পড়তে হবে। উল্লেখ্য, কনুই পর্যন্ত মাছাহ করে তায়াম্মুম করার প্রমাণ সহীহ্ হাদীসে পাওয়া যায় না।

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি যথা-

১. নিয়ত করা।
২. মুখমণ্ডল মাছাহ করা।
৩. উভয় হাত মাছাহ করা (সূরা নিসা ৪৩ আয়াত) ।

নামাযের সময়

মানুষকে প্রত্যেকটি কাজ সময় মত করতে হয়, নতুবা সফলতা লাভ করা যায় না। নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। অতএব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যে সময় কুরআন-হাদীসে নির্ধারিত আছে সেই সময়েই আদায় করা ফরজ, নতুবা তার কোন পারিশ্রমিক ও সওয়াব পাওয়া যাবে না।

www.amarboi.org

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (سورة نساء)

নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামায মু'মেনদের প্রতি অবশ্য কর্তব্যরূপে লিখে দেয়া হয়েছে। (সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)।

ফজর- সুব্হে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাত্রি শেষে পূর্বাকাশে যে আলোর লম্বা সাদা আভা দেখা যায় তাকেই সুব্হি সাদিক বলে। রাসূলুল্লাহ (স.) এত প্রত্যূষে ফজরের নামায আদায় করতেন যে, নামায শেষ করেও মুসল্লীগণ নিজের পাশের লোককে ভাল করে চিনতে পারতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)। তবে গ্রীস্মকালে ফজরের নামায একটু ফর্সা হলেও পড়া যায় (তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ ও দারেমী)।

গোলস্‌ের মধ্যে (অতি প্রত্যূষে) ফজরের নামায আদায় করা সহীহ হাদীসে সাবেত আছে। রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বদা গোলস্‌ের মধ্যে ফজরের নামায পড়তেন এবং জীবনে একবার মাত্র 'ইসফার' বা চারিদিকে ফর্সা হবার সময় ফজরের নামায আদায় করেছেন (আবু দাউদ)। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল (আবু দাউদ)। অতএব 'গোলস্' বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করাই উত্তম।

যোহর- সূর্য মাথার উপর থেকে হেলে যাওয়ার পর হতে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লাঠি বা মানুষের ছায়া তার সমান লম্বা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে; (মুসলিম)।

আছর- বস্তুর মূল ছায়ার একগুণ হওয়ার পর থেকে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হলে শেষ হয়। (মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)। রাসূলুল্লাহ (স.) আছরের নামায আদায় করার পর সাহাবীগণ বেলা ডুবে যাবার পূর্বে পায়ে হেঁটে আট মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

মাগরিব- সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)। মাগরিবের নামায আদায় করার পর সাহাবীগণ তীর নিক্ষেপ করে সেই তীর পতিত হওয়ার স্থান সুক্ষ্মভাবে দেখতে পেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইশা- মাগরিবের ওয়াক্তের পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত; (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (স.) ইশার নামায গভীর রাতে পড়তে ভালবাসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

বেতর- ইশার নামাযের পর হতে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত (সিহাহ্ সিত্তা)।

তাহাজ্জুদ- রাত্রির তিনভাগের দুই ভাগ গত হলে তারপর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ মোটামুটি রাত্রি ২টা থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত।

জুমু'আ- যোহরের নামাযের যে সময় জুম'আর নামাযেরও সেই সময়। (বুখারী ও মুসলিম)। তবে সুর্য ঠিক মাথার উপরে থাকলেও জুম'আর দিনে সুন্নাত পড়া জায়েয আছে (বুখারী ও মুসলিম)।

নামাযের নিষিদ্ধ স্থান

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নামায আদায় করা নাজায়েয- (১) আবর্জনা ফেলার স্থান (২) যবেহ্ করার জায়গা (৩) চলাচলের রাস্তার উপর (৫) গোসলখানা (৫) উট (পশু) বাঁধিবার স্থান (৬) কবরস্থান এবং (৭) কা'বা শরীফের ছাদের উপর। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

নামাযের শর্ত

নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করতে হবে-

(১) শরীর পাক (২) পরিধেয় কাপড় পাক (৩) জায়নামায পাক (৪) সতর ঢাকা অর্থাৎ পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর নারীদের সতর মুখ মন্ডল ও উভয় হাতের কব্জি এবং পায়ের গীরা ব্যতীত আপাদ

www.amarboi.org

মস্তক আবৃত করা। (৫) কেবলামুখী হওয়া (৬) নামাযের ওয়াক্ত হওয়া ও (৭) মনে মনে নিয়ত করা।

পাজামা, লুঙ্গি প্রভৃতি (গর্বভরে) পরিধান করে নামাযের সময় টাখ্নু ঢেকে নামায পড়লে নামায বাতিল হবে এবং পরিধানকারী দোযখে জ্বলবে। (বুখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী)। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ধরনের ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এধরনের লোকেরা হলো-

১. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা ব্যক্তি (পুরুষ)।
২. যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে খোটা দেয়।
৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে (মুসলিম)।

এব্যাপারে মহানবী (স.) বলেছেন-

مَا اسفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَهُوَ فِىْ النَّارِ

উচ্চারণ: মা আসফালা মেনাল কায়বায়নে মেনাল ইজারে ফাহুয়া ফিন্নার

অর্থ : দুই টাখনুর নীচে ইজার (লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ও জামা) পরলে তার ঠিকানা হল জাহান্নাম (বুখারী)।

মহিলাদেরকে পরিহিত পোশাক পরিচ্ছেদের উপরেও আরও একখানা চাদর দ্বারা মাথা হতে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে নামায আদায় করতে হবে। বিনা চাদরে মেয়েদের নামায জায়েয হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী)। তবে এমন একটি কাপড় যদি হয় যা দিয়ে সারা শরীর আপদমস্তক ঢাকা পড়ে তাহলে সেই একটি মাত্র কাপড়েই মেয়েদের নামায জায়েয হবে। (সিহাহ্ সিত্তা)। স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই মুখ ঢেকে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

www.amarboi.org

আযানঃ

আযান অর্থ ঘোষণা ধ্বনি। শারঈ পরিভাষায় শরীয়ত নির্ধারিত ছালাতে আহ্বান করার নাম 'আযান'। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়।

প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তে আযান দেয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নামাযের ওয়াক্ত হলে আযান দিবে (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) কেবলার দিক মুখ করে শাহাদাৎ আঙ্গুলদ্বয় কানের ভিতর প্রবেশ করিয়ে আযান দিতে হবে। (ইবনে মাজাহ)

আযানের শব্দ "তারজীঈ" সহ ১৯ (উনিশ) এবং তারজীঈ ছাড়া ১৫ (পরনটি) 'আল্লাহু আকবর' বড় করে ৪ বার বলার পর নিম্নস্বরে দুইবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দুইবার আসহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলার কাজকে তারজীই বলে। আযানে তারজীঈ করা সুন্নত। (বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ)

আযানের কালেমাসমূহ (তারজীঈ ছাড়া) ১৫টি নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। আল্লাহু আকবর (অর্থ আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) ৪ বার

২। আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২ বার

(অর্থঃ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)

৩। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার আসূলুল্লাহ ২ বার

(অর্থঃ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল

৪। হাইয়্যা আলাছ ছালাহ (সালাতের জন্য এস) ২ বার

৫। হাইয়্যা আলাল ফালাহ (কল্যাণের জন্য এস) ২ বার

৬। আল্লাহু আকবর (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) ২ বার

৭। লা- ইলা-হা- ইল্লাল্লাহ ১ বার

(আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)

ফজরের আযানের সময় হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর পর

আছ ছালাতু খায়রুম মেনান নাউম (নিদ্রা হইতে সালাত উত্তম)

২ বার বলতে হবে।

www.amarboi.org

মুয়ায্যীন আযানে যে যে শব্দ বলবেন শ্রবণকারীদেরকেও অবিকল তাই বলতে হবে (সিহাহ সিত্তা)। শুধু হাইয়্যা আলাস সলাহ ও হ্যাইয়া আলাল ফালাহ্ শোনার পর উত্তরে- لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ('লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে) (মুসলিম)। আযান শেষ হলে প্রথমেই রাসূল (স.) উপর দরূদ পাঠ করতে হবে। আমাদের সমাজে আযান শেষে দরূদ পাঠ না করে শুধুমাত্র আযানের দু'আ পাঠ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি সহীহ নয়। মূলতঃ দরূদে ইবরাহীম পাঠ করার পরেই আযানের দু'আ পাঠ করতে হবে।

দরূদে ইবরাহীম-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মিদিন কামা সাল্লায়তা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লাআলি মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহিমা ওয়া আ'লা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স.) ও তার বংশধরগণের উপরে অনুগ্রহ কর, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মহাসম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স.) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মহাসম্মানী। অতঃপর এ দু'আ পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (بخارى)

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সলাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল অছিলাতা ওয়ালফাযীলাতা, ওয়াব-আছহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাজী ওয়াদতাহু। বুখারী।

অর্থঃ হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান (তাওহীদের) ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু! তুমি মুহাম্মদ (স.) কে অসিলা (নামক বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে (জান্নাতের প্রশংসিত স্থান) মাকামে মাহমুদে পৌঁছাও, যার ওয়াদা তুমি করেছ। (বুখারী)।

হযরত নবী করীম (স.) বলেছেন, আযানের পর যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে (মুসলিম)। উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি আযান দিবে ইকামাত দেয়াও তারই হক (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে নামায পড়া ভাল। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু নামায পড়া উচিত, এই কথাটি পুনঃ পুনঃ ৩ বার বলে তৃতীয়বার তিনি উল্লেখ করেন, এটি ইচ্ছাধীন (বুখারী)। উল্লেখ্য, আযান এবং তাকবীর বলার মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ কবুল হয় (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ইকামাত

ইকামত অর্থ দাড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে দাঁড়িয়ে হুশিয়ার বাণী শুনানোর জন্য ইকামত দিতে হয়। জামায়াতে হউক বা একাকী হউক সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও ইকামত দেয়া সুন্নাত। (নাসাঈ)

ইকামাত আযানের অনুরূপ। কিন্তু ইকামাতে আযানের শব্দগুলো চারবারের স্থলে দু'বার, দু'বারের স্থলে একবার এবং এক বারের স্থলে একবারই বলতে হবে (মুসলিম)। সহীহ হাদীসে ইকামাত এক বার করে উল্লেখ আছে (শরহে বুখারী)। *হ্যাইয়া আলাল ফালাহ* বলার পর- قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (*ক্বাদকা মাতিস সলাহ* (নামায শুরু হয়ে গেল) বাক্যটুকু দু'বার বলতে হবে।

www.amarboi.org

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَاَنْ يُوتِرَ الاِقَامَةَ اِلاَّ الاِقَامَةَ-

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং 'কাদকামাতিস সলাহ' ছাড়া ইকামাতের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলার জন্য বেলাল (রা.) কে হুকুম দেয়া হয়েছিল (বুখারী)। উল্লেখ্য, প্রত্যেক ফরয নামায আরম্ভের পূর্বে একাকী কিংবা জামা'আতে উভয় অবস্থাতেই ইকামাত বলতে হবে (আবু দাউদ, ও ইবনে মাজহ)।

আমাদের সমাজে লক্ষ্য করা যায় যে, জামা'আত শুরু হয়ে গেলেও অনেকে সুন্নাত নামায আদায় করতে শুরু করেন। এটা সহীহ পদ্ধতি নয়। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন-

إِذَا اُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

নামাযের ইকামাত হয়ে গেলে ফরজ নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই (বুখারী)।

ইকামতের জওয়াব

ইকামাত দেয়াকালীন শ্রোতা মুসল্লীদের সকলেই আযানের জওয়াবের মত ইকামাতের জওয়াব দেয়া সুন্নত (মুসলিম)। ইকামাতের জওয়াব আযানের জওয়াবের মতই (আবু দাউদ)। ইকামাত শেষ হওয়ার পরও মুসল্লীদের দিকে ফিরে দেখে ইমাম মহোদয় কাতার সোজা করার কথা ২/৩ বার বলে নামায আরম্ভ করবেন (বুখারী, আবু দাউদ ও দারকুতনী)।১

এক জামা'আত হয়ে যাবার পর অন্যান্য মুসল্লীগণ এসে দ্বিতীয় জামা'আত করতে চাইলে তাহাদেরকে পুনরায় ইকামাত দিতে হবে। বিনা ইকামতে ঐখানে নামায জায়েয হবে না (ইবনে মাজাহ)।

www.amarboi.org

তিনটি কাজ বিলম্ব না করা

একদা রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আলীকে (রা.) বললেন, হে আলী, নিম্নোক্ত তিনটি কাজে বিলম্ব করবে না- (১) নামাযের সময় হলে নামায আদায় করবে। (২) জানাযা উপস্থিত হলে জানাযা পড়বে। (৩) কন্যা বিবাহযোগ্য হলে উপযুক্ত বরের সাথে বিবাহ দিবে (তিরমিযী)।

জামা'আতে নামাযের ফযিলত

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, জামা'আতে নামায আদায় করার সওয়াব বা মর্যাদা একা আদায়ের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী (বুখারী ও মুসলিম)। মাত্র দুই জন মুসল্লী হলে এক ব্যক্তি ইমাম হবে, আর অপর ব্যক্তি তার ডান পাশে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। যদি ভুল বশত: ইমামের বামপাশে একজন মুক্তাদি দাঁড়ায় তাহলে ইমাম সাহেব তাকে পিঠের দিক থেকে টেনে এনে ডান পাশে দাঁড় করাবেন (বুখারী)। মাত্র দুই ব্যক্তি জামা'আতে নামায পড়ছে এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এসে জামা'আতে শামিল হতে চাইলে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ মুক্তাদিকে পিছনে টেনে এনে দুই জন সমভাবে ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন (আবু দাউদ)। ইমামের ঠিক পিছন হতে কাতার আরম্ভ করে উভয় দিকে সমানভাবে দাড়িয়ে যেতে হবে, তবে ডান দিক আগে পূর্ণ করা ভাল। প্রথম কাতারে জ্ঞানবান ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন (মুসলিম)। এভাবে প্রথমে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, তারপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং সর্ব পিছনে অবস্থাভেদে মেয়েদের কাতার হতে পারে (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)।

জামা'আতে নামায আদায় করার মধ্যে রয়েছে বিরাট মর্যাদা অর্থাৎ (১) সাতাশগুণ বেশী মর্যাদা, (২) মসজিদে যাবার পথে প্রতি কদমে একটি নেকি বৃদ্ধি, (৩) প্রতিটি কদমে একটি করে পাপ মোচন, (৪) প্রথম সারিতে দাঁড়ালে ফেরেশতাতুল্য মর্যাদা লাভ, (৫) জামা'আতে যত বেশী লোক শামিল করা যাবে ততোবেশী আল্লাহর ভালবাসা লাভ হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, নামাযের সময় কাউকে আমার স্থলে এসে ইমামত করতে বলি এবং যে ব্যক্তি

www.amarboi.org

জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আসে না, তার বাড়ি-ঘর নিজে গিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে) মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী করার ব্যবস্থা রাখেন (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে সাত শ্রেণীর লোককে আশ্রয় দেয়া হবে। তাদের মধ্যকার অন্যতম ব্যক্তি হলেন- যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে সকল নামায মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায়ের জন্য তৎপর থাকে (বুখারী ও মুসলিম)।

মহানবী (স.) আরো বলেছেন, ফজর এবং ই'শার নামায জামা'আতের সাথে পড়া মুনাফিকদের জন্য বড় কষ্টকর। যদি তারা এর মর্যাদা ও ফযিলত জানতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসতো (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ই'শার নামায আদায় করলো সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামায পড়তে থাকলো এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়লো সে যেন সারারাত নামায পড়তে থাকলো (মিশকাত)। মহানবী (স.) আরো উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ভাল করে অযু করে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে এবং মসজিদে ইতোপূর্বে জামা'য়াত হয়ে গিয়ে থাকলে, আল্লাহ তাকে যারা জামা'আতের সাথে নামায পড়েছে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব দিবেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ)। যদি নামাযের জন্য তাকবীর দেয়া হয়ে যায় তবে জামা'আতে শামিল হবার জন্য দৌড়ে যাওয়া উচিত নয়। কেননা কোন লোক যদি বাড়ি হতে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় তাহলে সে ব্যক্তি সওয়াব এবং হুকুমের দিক থেকে নামাযের মধ্যেই শামিল হয়ে যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ওযর বা অসুবিধার কারণে জামা'আত তরক করার বিবরণ

যে ব্যক্তি আযান শুনার পর কোন ওযর বা অসুবিধা ব্যতিরেকে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে জামা'আতে অংশ গ্রহণ না করে একাধিকবার

www.amarboi.org

নামায পরে তা তার নামায দুরস্ত হয় না (ইব্নে মাজা)। ওযরের মধ্যে হচ্ছে, পথে দুশমনের ভয় থাকা অথবা অসুস্থ হওয়া এবং প্রচণ্ড শীত বা ঠাণ্ডা, ঝড়বাতাস এবং ভীষণ বৃষ্টির কারণে বাড়িতে নামায আদায় করা জায়েয (বুখারী ও মুসলিম)। যদি কারো পায়খানা বা পেশাবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে প্রথমে তা সেরে নিয়ে তারপর নামায আদায় করা উচিত। এতে যদি জামা'আত ছুটেও যায় তবু কোন অসুবিধে নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

কাতারবন্দী

কা'বা শরীফ মুসলমানদের কিবলা। নামাযে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে। একাকী কিংবা জামা'আতে দুই পায়ের মাঝখানে অর্ধহাত পরিমাণ ফাঁকা রেখে উভয় পায়ের উপর শরীরের সমান ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখতে হবে। তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার সময় (আল্লাহু আকবার) দুই হাতের তালু কিবলামুখী করে হস্তদ্বয় কাঁধ বা উভয় কান পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে (সিহাহ্ সিত্তা)। নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে কোন প্রকার দু'আ পাঠ করার কথা হাদীসে পাওয়া যায় না।

সাধারণত দেখা যায়, অনেক স্থানে জামা'আতের নামাযে কাতার সোজা না করে কেউ এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে ৪/৫ আংগুল ফাঁক রেখে দাঁড়ায়; এটি হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ। জামা'আতের নামাযে ইকামাতের পূর্বেই কাতার খুব সোজা করা এবং মুসল্লীদের একজনের পায়ের সাথে অপরজনের পা মিলায়ে মাঝের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী)। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন, তোমরা নামাযের কাতারগুলো সোজা করে নেবে। কেননা কাতার সোজা করে নেয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার অংগীভূত। নোমান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, কাতার ঠিক করার সময় আমি এক ব্যক্তিকে তার পাশের ব্যক্তির পায়ের গিড়ার সাথে গিড়া মিলাতে দেখেছি।

www.amarboi.org

عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِـى صـ قَالَ اَقِيمُوا صُفُوفَكُم فَاِنِّى اَرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظَهرِى وكَانَ اَحُدُنَا يَلزِقُ مَنكَبَه بِمَنكَبِ صَاحِبِه وَقَدَمَـه بِقَدَمِه-

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, নামাযের সময় তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নিবে। কেননা আমি পিছনের দিকেও তোমাদের দেখে থাকি। আনাস (রা.) আরো বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত (বুখারী)। নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নামাযে কাতারকে খুব সোজা কর এবং সকলের কাঁধ এক বরাবর করে মিলাও এবং প্রতি দুই জনের মধ্যবর্তী ফাঁক বন্ধ কর; যাতে শয়তান ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাদের নামাযে ওয়াস্ওয়াসা দিতে না পারে। যে ব্যক্তি কাতারে পা মিলায় আল্লাহ তাকে কাছে নেন, আর যে পা মিলায় না আল্লাহ্ তাকে দূরে রাখেন (আবু দাউদ)। হযরত জাবির বিন সামূরাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি ফেরেশতাদের মত কাঁতার বাধ না? আমরা বললাম, ফেরেশতাগণ তাদের প্রভূর সামনে কেমনভাবে কাতার বাঁধে? তিনি বললেন, তারা আগে প্রথম কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে একজনের পায়ের সাথে অপর জনের পা এরূপ মিলিত করে যে, দালান তৈরীর সময় এক ইটের সাথে অপর ইট সুরকী ও সিমেন্ট সংযোগ যেরূপ হয় (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)। রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেছেন, তোমরা নামাযে কাতার খুব সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কর নতুবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার পরিবর্তে শত্রুতার সৃষ্টি করবেন (বুখারী, আবু দাউদ ও দারকুতনী)। অতএব, জামা'আতের নামাযে কাতার খুব সোজা ও সুশৃংখল করার প্রতি সকলের বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার।

www.amarboi.org

মহিলাদের জামা'আতে নামায

মহিলাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) জামা'আতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। মহিলাদের জামা'আতে মহিলা ইমাম পুরুষ ইমামের মত একাকী সম্মুখে এগিয়ে না দাঁড়িয়ে বরং প্রথম কাতারের মধ্যে ঠিক মাঝখানে মেয়ে মুসল্লীদের সাথে সমানভাবে দাঁড়াবেন (দারকুতনী ও বায়হাকী)।

প্রত্যহ মেয়েদের সব নামাযে পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অনুচিত। তবে জুম'আর নামাযে মেয়েরা হাজির হতে পারে। তাদেরকে বাধা দিতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন (মুসলিম ও আবু দাউদ)। রাসূলুল্লাহ (স.) মেয়েদেরকে দুই ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য খুব তাগিদ করেছেন, এমনকি ঋতুবতিওয়ালী মেয়েদেরকেও ঈদের মাঠে দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য উপস্থিত হতে বলেছেন (বুখারী ও মুসলিম)। মেয়েদের নামায জুম'আ, ঈদ এবং তারাবীহ্ ব্যতীত বাইরের চাইতে ঘরে এবং ঘরের চাইতে কুঠরীর মধ্যে পড়া উত্তম (আবু দাউদ, তাবরানী)। মেয়েরা কখনও পুরুষের জামা'আতে ইমামতি করতে পারবে না (ইবনে মাজাহ)।

মহিলা ও পুরুষদের নামাযে পদ্ধতিগত তেমন কোন পার্থক্য নেই। পুরুষদের জন্য যে সব শর্ত মহিলাদের জন্যও সেই সব শর্তই প্রযোজ্য। কেননা সম্বোধন উভয়কেই একই সাথে করা হয়েছে। তবে মহিলাগণ নামাযে দুই বগল ফাঁক করবে না, কারণ তাতে পর্দা খোলা হয়ে যায় (আল মুগনী)। হাত বাঁধার ব্যাপারে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই একই জায়গায় বুকের উপর হাত বাঁধবেন (বুখারী ও মুসলিম)। অনেক স্ত্রী লোক বিনা ওযরে বসে নামায আদায় করে তা নাজায়েয (বুলুগুল মারাম)। উল্লেখ্য, আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় যে, পুরুষদের নামায শেষ হওয়ার আগে মহিলারা ঘরে নামায আদায় করতে পারবেন না। এধরনের ধারণা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। মূলতঃ নামাযের সময় হলেই মহিলারা স্ব স্ব ঘরে নামায আদায় করতে পারে।

www.amarboi.org

মহিলাদের আযান ও ইকামাত

মহিলাদের জামা'আতে নামায আদায় করার জন্য পুরুষ লোক দিয়ে আযান দেয়ার অনুমতি রয়েছে (আবু দাউদ)। তবে মহিলারাও অনুচ্চ শব্দে আযান দিতে পারে এবং না দিলেও এটি জায়েয (আল মুগনী)। জননী আয়েশা (রা.) আযান ও ইকামাত দিতেন এবং মহিলাদের নামাযে ইমামত করতেন (মুসতাদরাক ই হাকেম)। জামা'আতে নামায আদায় করতে হলে সেখানে ইকামাত অবশ্যই দিতে হবে (সিহাহ্ সিত্তা) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, মহিলারা অবশ্যই ইকামাত দিবে। ইমাম আতা, ইমাম মুজাহিদ, ইমাম আওয়ারীও একই কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, মহিলা ইমামের নামাযে কোন ভুল হলে মুক্তাদীরা হাতের উল্টা দিকে আওয়াজ করে ইমামের ভুল সংশোধন করবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

অসুস্থ অবস্থায় নামায

একমাত্র বেহুশ অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থাতেই নামায মাফ নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি না পার তবে বসে আদায় কর, তাও যদি না পার তবে শুয়ে শুয়ে আদায় কর, তবুও নামায মাফ নেই। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে এবং রুকু সিজদাহ করতে না পারলে ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে(বুখারী ও বায়হাকী)।

নামাযের রাক'আত

(১) **ফজর**-ফরযের আগে দুই রাক'আত সুন্নত পরে ফরয দুই রাক'আত।

(২) **যোহর**-চার রাক'আত ফরয। এর পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নত এবং ফরযের পর দুই রাক'আত সুন্নত।

(৩) **আছর**-চার রাক'আত ফরয এবং এর পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নত পড়া যায়।

www.amarboi.org

(৪) **মাগরিব**-তিন রাক'আত ফরয এবং পরে দুই রাক'আত সুন্নাত

(৫) **ই'শা**-চার রাক'আত ফরয এবং পরে দুই রাক'আত সুন্নাত।
এছাড়া প্রত্যেক নামাযের সময় (ফজর ও আসর ব্যতীত) নামায শেষে নফল নামায পড়লে অশেষ সওয়াব লিখা হয়।

বেতর নামায

বেতরের নামায ওয়াজিব। ই'শার পর হতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে মধ্যে এই নামায পড়তে হয়। বেতর অর্থ বে-জোড়। বেজোড় সংখ্যা একক। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَااَهْلَ الْقُرْاٰنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বেজোড় (একক)। তিনি এককেকেই ভালবাসেন। হে কুরআন মান্যকারীগণ! তোমরা বেজোড় সংখ্যায় (এক রাক'আত) বেতর আদায় কর (মেশকাত)।

হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম (স.) কে বলতে শুনেছি যে, বেতরের নামায সত্য, যে লোক বেতরের নামায পড়বে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয় (আবু দাউদ)। বেতর নামায নয় রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায় (মুসলিম)। সাত রাক'আতেরও প্রমাণ আছে (মুসলিম)। পাঁচ রাক'আত আদায় করারও দলীল আছে (বুখারী ও মুসলিম)। তিন রাক'আত বেতর আদায়েরও হাদীস আছে (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আহমদ)। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে এক রাক'আত বিত্‌র আদায় করতেন এবং উম্মতকেও এক রাক'আত বিতর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)। বিতর নামাযের শেষ রাক'আতে রুকুর পর দাঁড়িয়ে মোনাজাতের মত করে দুই হাত তুলে দু'আয়ে কুনুত পাঠ করার কথাও হাদীসে এসেছে। তবে বেতর নামাযে নিয়মিতভাবে সব সময় দোওয়ায় কুনুত পড়ার তাগিদ নেই।

হাদীসে একাধিক দু'আয়ে কুনুত পাওয়া যায়- তন্মধ্যে প্রথম দু'আ।

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ.

আ'ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিক্‌লী ফিমা আ'তাইতা, ওয়াকিনী শার্‌রামা কাযাইতা, ফাইন্নাকা তাকযী ওয়ালা ইউকজা আলাইকা ইন্নাহু লা ইয়াজিল্লু মাও ওয়ালাইতা, ওয়ালা ইয়া ইযযু মান আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তা'আলাইতা, ওয়া নাছতাগফিরুকা ওয়া নাতুবু ইলাইকা, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান নাবীইয়ি (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত)।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে হিদায়াত দান করেছ আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদেরকে ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, আমাকে তাদের পর্যায়ভুক্ত কর। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি আমার তকদীরে যা লিখেছ তার ভিতরকার অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা তুমিই ভাগ্য নির্ধারণকারী। তোমার উপর কারো হুকুম চলে না, তুমি যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং যার সঙ্গে তুমি শত্রুতা কর, সে কোন দিন সম্মানিত হবে না। প্রভূ হে! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আমরা তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করছি ও তোমার কাছে তওবা করছি। নবী (স.) এর উপর আল্লাহর করুনা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হউক (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা)।

দ্বিতীয় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়ানুমিনু বিকা ওয়ানা তাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইরা ওয়ালা নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলায়ু ওয়া নাতরুকু মাঁইইয়াফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিলকুফ্ফারি মুলহিক্ব।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি ও তোমারই উপর তাওয়াক্কাল করছি এবং তোমারই সুপ্রশংসা করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ নই। যারা তোমার অবাধ্য, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ ও দূর করে দেই, হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করছি। তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ছি, তোমাকেই সিজদা করছি এবং তোমার দিকেই আমরা ছুটে যাই এবং তোমারই খেদমতে আমরা উপস্থিত হই এবং তোমারই করুণার আকাঙ্খী এবং তোমার আযাবকে আমরা অতিশয় ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবেই।

উল্লেখ্য, সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.) এবং আবু সামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কখনো কখনো বিতরের পরে বসে বসে দুই রাক'আত নামায আদায় করেছেন।

নামাযীর পোশাক

আল্লাহ তায়ালা বলেন- يَبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর শোভনীয় পোশাক পরিধান কর (সুরা আ'রাফ-৩১)।

মু'মিনগণ দৈনিক পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই উত্তম পোশাক পরিধান করা তার কর্তব্য। যার কোন সামর্থ নেই তার জন্য এক কাপড়ে নামায আদায় জায়েয (বুখারী)। যার একেবারেই কাপড় নেই, এমনকি উলঙ্গ অবস্থায় থাকে

www.amarboi.org

তাকে ঐ উলঙ্গ অবস্থাতেই বসে নামায আদায় করতে হবে। (তাহযীব ১ম খন্ড)। খালি মাথায় নামায না পড়াই ভাল। রাসূলুল্লাহ (স.) অধিকাংশ সময় মাথায় পাগড়ী অথবা টুপি পরিধান করে নামায আদায় করতেন।

সালওয়ার ও কামিজ ব্যবহারকারিণী মহিলাগণ ঘাড় বুক ঢাকার জন্য নামাযে চাদর ব্যবহার করবেন। চাদর ব্যতীত তাদের নামায কবুল হয় না (তিরমিযী)। যারা শাড়ি ব্যবহার করেন তাদের আপাদমস্তক ঢাকা পড়ে এরূপ একটি শাড়িতেই নামায শুদ্ধ হবে; (বুখারী)।

নামাযের নিয়ত

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয়ই যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল (বুখারী)। আরবী ভাষায় নিয়ত অর্থ মনে মনে সংকল্প করা। আল্লামা হাফেয ইবনে হজর আসকালানী (রহ.) লিখেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান মানসে তাঁর মনোনীত কার্য সম্পাদনের মনস্থ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় নিয়ত বলে (ফতহুল বারী)।

নিয়ত অর্থ যখন সংকল্প তখন সেটি মুখে পাঠ করার ব্যাপার নয়। যে নামায আদায় করা হচ্ছে তা ফরজ না সুন্নত অথবা নফল একাকী কিংবা জামা'আতে, ইমাম কি মুক্তাদী ইত্যাদি শুধু মনে মনে কল্পনা করবে মাত্র। তজ্জন্য কোন কিছু গদ বা ইবারত পড়তে হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) নামায আরম্ভের পুর্বে চুপে চুপে কোন প্রকার নিয়ত পাঠ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

নামায শুরুর নিয়ম

নামাযের মুসাল্লায় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত করে দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত এমনভাবে উঠাতে হবে যেন হস্তদ্বয়ের তালু কেবলার দিকে থাকে, তারপর আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করতে হবে (সিহাহ্ সিত্তা)। তারপর ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর রেখে কিংবা ডান হাতের আঙ্গুল বাম হাতের কনুই এর উপর সংস্থাপন করে বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। রাসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(স.) নামায শুরু করার জন্য আল্লাহু আকবার উচ্চারণের সময় রফে' ইয়াদাইন করতেন (দু'হাত উঠাতেন)। এজন্যে তিনি হস্তদ্বয়কে কেবলামুখী করে কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উঠাতেন। এ সময় তাঁর হাতের আংগুলগুলো ছড়িয়ে থাকতো।

সানা পাঠ

তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বেঁধে সানা পাঠ করতে হয়। ফরজ, সুন্নত, নফল, বেতরসহ যে কোন নামাযে কেবলমাত্র প্রথম রাক'আতেই সানা পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) তাহরীমা বেঁধে নিম্মোক্ত দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী ওয়া বাইনা খাত্বা ইয়া ইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বাইয়া কামা ইউনাকক্বাস সাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লাহুম্মাগসিল খাত্বাইয়া ইয়া বিল মাই ওয়াস্সালজি ওয়াল বারদ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এরূপ পরিমাণ দূরত্ব রাখ যেরূপ দূরত্ব রেখেছ পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ হ'তে এমনভাবে বিধৌত ও পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় গুনাহকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও দারকুতনী)।

এ ছাড়াও নিম্মোক্ত ছানা পড়া যেতে পারে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তুমি মহান হতে মহান তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ۔

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহিস্ সামীই'ল আলীম মিনাস শায়তানির রাজীম, মিন হামাযিহী, ওয়া নাফাখিহী ওয়া নাফাসিহী।

অর্থঃ সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তানের কুহক, কু-মন্ত্রণা ও প্ররোচনা হতে আশ্রয় ভিক্ষা করছি (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। উল্লেখ্য, মহানবী (স.) এ সানাটি সুন্নাত ও নফলের সময় পড়তেন।

সানা পাঠ করার পর আউযুবিল্লাহিস সামিয়িল আলিম মিনাশ শাইতনির রাজিম ও বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ করতে হবে। বিসমিল্লাহ নীরবে কিম্বা জোরে উভয় প্রকার পড়া জায়েয। (দারকুতনী, তাফসীর ইবনে কাসীর)।

সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে

হযরত আবু ওয়ালিদ উবাইদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

উচ্চারণ ঃ লা সালাতা লিমান-লাম ইয়াকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার নামায হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (স.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং আরও অতিরিক্ত কিরা'আত পড়ে না, তার নামায ঠিক হয় না (বুখারী, মুসলিম ও বাইহাকী)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি

www.amarboi.org

নামায পড়লো কিন্তু সূরা ফাতেহা পড়লো না তার নামায অসম্পূর্ণ, তার নামায অসম্পূর্ণ, তার নামায অসম্পূর্ণ (মুসলিম)।

সূরা ফাতিহা পাঠের সময় প্রত্যেকটি আয়াত পৃথক পৃথক ভাবে থেমে থেমে অর্থের দিকে খেয়াল রেখে পাঠ করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا۔

সুবিন্যস্ত ও সুষ্ঠুভাবে কুর্আন আবৃতি করুন। (সূরা মুজ্জাম্মিল ৪র্থ আয়াত)।

সূরা ফাতিহা-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আর-রহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্-দ্বীন। ই'য়াকা না'বুদু ওয়া ই'য়াকা নাসতাঈন। ইহ্-দিনাস সিরাত্বল মুস্তাক্বীম। সিরাত্বল্লাযীনা আন-আমতা আলাইহিম গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম। অলাযযোয়াল্লিন (আমীন)।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রভূ হে! আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন, তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (প্রভু হে! আপনি আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করুন)।

www.amarboi.org

সূরা ফাতিহার পর রাসূলুল্লাহ (স.) এর কিরা'আত

(ক) রাসূলুল্লাহ (স.) নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' চুপি চুপি বা জোরে বলে কিরা'আত পাঠ করতেন। কুরআন শরীফের যে কোন সূরা সম্পূর্ণ যতটুকু স্মরণ থাকে ততটুকু কম পক্ষে তিন আয়াত পাঠ করতেন (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

(খ) একাধিক সূরা মুখস্থ না থাকলে একই সূরা দ্বারা ফরয সুন্নত ও নফল নামায আদায় করার অনুমতি রাসূলুল্লাহ (স.) দিয়েছেন (মুয়াত্তা)।

(গ) রাসূলুল্লাহ (স.) চার কিংবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তেন। অবশিষ্ট দুই কিংবা এক রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন (বুখারী, মুসলিম তিরমিযী)।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (স.) সুন্নত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (স.) মাঝে মাঝে একই সূরা দু'বার দুই রাক'আতে পুনরাবৃত্তি করতেন, আবার একই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ছাড়াও আরো দু'টি সূরা পড়তেন (আবু দাউদ)।

(চ) রাসূলুল্লাহ (স.) কোন কোন সময় নামাযে বেতরতীব কেরা'আত অর্থাৎ আগের সূরা পরে এবং পরের সূরা আগে পাঠ করতেন (বুখারী)। তবে এর তরতীব অনুযায়ী কিরা'আত পাঠ করা উত্তম (ফতহুল বারী)।

রাফউল ইয়া দায়েন

আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উত্তোলন করাকে রাফউল ইয়াদায়েন বলে। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকবীরে তাহরীমায়, রুকুতে

www.amarboi.org

গমনকালীন এবং রুকু হতে উঠে দাঁড়াবার সময় এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে রাফউল ইয়াদায়েন (দুহাত উঠাতেন) করতেন।

উপর্যুক্ত চার সময় তিনি যে রাফউল ইয়াদায়েন করতেন, সে সম্পর্কে প্রায় ত্রিশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এর বিপরীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন তিনি এ নিয়মেই নামায পড়তেন। সহীহ মুসলিমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে দাঁড়াতেন, তখন এতটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে আমরা বলতাম, হয়তো তিনি সন্দেহে পড়েছেন, অতঃপর সিজ্‌দায় যেতেন। তারপর দুই সিজদার মাঝখানে এতটা দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা বলতাম; হয়তো তিনি ২য় সিজদা ভুলে গেছেন।

মহানবী (স.) রুকু থেকে মাথা উঠায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং নিম্নোক্ত তাসবীহ পড়তেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

উচ্চারণঃ সামিআল্লা হুলিমান হামীদাহ। অর্থঃ হে আল্লাহ! প্রশংসাকারীর প্রশংসা শ্রবণ কর।

জামা'আতের সাথে নামাযে ইমাম উক্ত দু'আটি পড়বেন এবং মুক্তাদীগণ নিম্মোক্ত (কওমার) দু'আটি পড়বেন।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

উচ্চারণঃ রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তাইয়্যেবাম মুবারাকানফিহ।

হে আমাদের প্রভূ, তোমার জন্য অগণিত পবিত্রতা ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

www.amarboi.org

জনৈক সাহাবা উচ্চস্বরে এই দু'আ পাঠ করলে নামায অন্তে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার এই দু'আ পাঠের ফযিলত লিখার জন্য ৩০ জন ফেরেশতা আসমানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে (বুখারী)।

রুকুর বিবরণ

কিরা'আত পাঠ শেষে রাফউল ইয়াদায়িন করে উপুর হয়ে হাতের তালু দিয়ে উভয় পায়ের হাঁটুকে মজবুত করে ধরাকে রুকু' বলে। রুকু'কালীন অবস্থায় দু'হাতের আঙ্গুলের মাথাগুলো কেবলার দিকে রাখার এবং পিঠ ও মাথাকে এমনভাবে সোজা করে নিতে হবে যাতে পিঠের উপরে একটি পানিপূর্ণ বাটি রেখে দিলে সেটি কোন দিকে গড়িয়ে না পড়ে। রুকু'র দু'আ হাদীসে একাধিক পাওয়া যায় (মুসলিম)।

১ম দু'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'যীম।

আমি আমার মহান প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

২য় দু'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহাম্দিকা আল্লাহুম্মাগ ফির্লী।

হে আল্লাহ, আমাদের প্রভূ! তুমি পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত তোমার প্রশংসায় আমি রত, হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দাও।

৩য় দু'আ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ সুব্বুহুন, কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ্।

www.amarboi.org

আমাদের প্রভূ এবং ফেরেশতাগণের ও রুহের প্রভু অতিশয় পবিত্র (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (স.) রুকুতে গিয়ে এতটা সময় থাকতেন যে, উপর্যুক্ত তাসবীহ প্রায় দশবার পড়া যেতো। সিজদাতেও তিনি এতটা সময়ই থাকতেন।

সিজদার বিবরণ

কওমার দু'আ পাঠ শেষ করে রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহু আকবার বলে ধীরভাবে সিজদায় গমন করতেন (বুখারী ও মুসলিম) প্রথমে দুই হাত মাটিতে রেখে অতঃপর হাটুদ্বয় একসঙ্গে মাটিতে রাখতে হবে (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী)। তবে হাটু আগে রাখারও হাদীস আছে (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, যাদুল মায়াদ)। সিজদা করতে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ মিলিত করে কিবলার দিকে করে কর্ণদ্বয়ের বরাবর হাতের তালু মাটিতে এক সাথে রাখতে হবে ও দুই হাতের কনুই পেট ও পাঁজর হতে পৃথক করে উঁচুভাবে রেখে আগে কপাল ও পরে নাক মাটিতে রেখে পায়ের আঙ্গুলের মাথা ভাঁজ করে মাটিতে কেবলামুখী করে রাখবে। দু'পায়ের পাতা পাশাপাশি মিলায়ে পায়ের গোড়ালী উপরের দিকে খাড়া রাখবে (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী)।

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মে সিজদা করবেনা তার নামায হবে না (তিরমিযী)।

সিজদার তাসবীহ

মহানবী (স.) সিজদায় গিয়ে বিভিন্ন তাসবীহ উচ্চারণ করতেন এবং দু'আও করতেন। সহীহ্ সূত্রে জানা যায়, তিনি বিভিন্ন রূপ তাসবীহ ও দু'আ করতেন। নিম্নে মাত্র তিনটি তাসবীহ এর উল্লেখ করা হল।

১ম দু'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

www.amarboi.org

আমি মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণণা করছি (নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

দ্বিতীয় দু'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ-ফিরলী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের প্রভূ। তুমি পবিত্র ত্রুটিমুক্ত, তোমার প্রশংসায় আমি রত, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও (বুখারী মুসলিম আবু দাউদ)।

তৃতীয় দু'আ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَآئِكَةِ وَالرُّوْحِ۔

উচ্চারণঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা অরাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ।

অর্থঃ অতিশয় পবিত্র ত্রুটিমুক্ত তুমি, জিব্রীল ও সমস্ত ফেরেশতার প্রভু।

৪র্থ দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী যানবী কুল্লাহু ওয়া দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানীইয়াতাহু ওয়া সিররাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার সব গুনাহ সামনের ও পিছনের, প্রথমের ও শেষের, প্রকাশ্যেরও গোপনের। (মুসলিম)।

উল্লেখ্য, রুকু ও সিজদায় এই দু'আ ৩,৫,৭,৯ কিংবা ১০ বার পড়তে হবে।

www.amarboi.org

সিজদার মর্যাদা ও গুরুত্ব

আল্লাহর বাণী (আল-কুরআনের) তিলাওয়াত এবং দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনীত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে নামাযের কিয়াম যেমন মর্যাদাবান ঠিক তেমনি সিজদাও আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যাদার অধিকারী।

১. সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়।
২. আল্লাহ সিজদার দু'আ বেশী বেশী কবুল করেন।
৩. সিজদা দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়।
৪. তাই সিজদায় গিয়ে বেশী বেশী দু'আ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন - যে বান্দা তার মা'বুদের সব চেয়ে নিকটতর হয়, সে হলো সিজদাকারী। মাদান বিন আবু তালহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুক্ত দাস হিসাবে সাওবান (রা.) কে বলেছিলাম ঃ আমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দিন যাতে আমি উপকৃত হতে থাকবো। জবাবে তিনি বললেন, বেশী বেশী সিজদা করো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যখনই কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে (সলাত আদায় করে) তখন আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহসমূহ থেকে একটি গুনাহ মুছে দেন। রবীয়া ইবনে কা'ব আল আসলামী রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট জান্নাতে তার সাথী হবার তামান্না প্রকাশ করলে তিনি তাকে বলেন, তাহলে তুমি বেশী বেশী সিজদা করো। অর্থাৎ বেশি বেশি সালাত আদায় করো।

সিজদার মাধ্যমেই তার প্রভূর প্রতি সর্বাধিক অবনত হবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং সর্বাধিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা যায়। তাই এটাই প্রভূর কাছে দাসের সর্বোত্তম সম্মান জনক ব্যবস্থা। সিজদাই ইবাদত ও দাসত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ। কারণ বিনয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা দাসোচিত আনুগত্য প্রকাশের জন্য সিজদাই মনিবের কাছে সর্বাধিক প্রিয় হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

সিজদার দু'আ পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠাতেন এবং ডান পায়ের আঙ্গুলের মাথা মাটিতে লাগিয়ে গোড়ালী ঊর্ধ দিকে করতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তারপর বসতেন (বুখারী ও মুসলিম)। অতঃপর ডান হাতের ডান পাশের আঙ্গুল দুটি মুষ্টিবদ্ধ রাখতেন আর বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যমার উপর রেখে একটা গোলাকার বৃত্তের মত বানাতেন এবং শাহাদত আংগুল (তর্জনী) উপরের দিকে উঠিয়ে দু'আ পড়তে থাকতেন এবং সেটিকে নাড়াতেন (মুসনাদে আহমদ)।

সিজদা করার সময় ধুলাবালী লাগার ভয়ে কাপড় এটে ধরা ঠিক নয় (বুখারী ও মুসলিম)। কপাল, নাক, দুই হাত দুই হাটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা সিজদা করবে। সিজদায় দশবার তাসবীহ পড়াই উত্তম। কিন্তু তিন তাসবীহর কম যেন না পড়ে (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

সিজদার সময় দু'হাতের আংগুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে এবং দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতে হবে। দুই হাত মাটির উপর কানের বরাবর রাখতে হবে এবং কনুই এতদূর উঁচু রাখবে যেন এর নীচ দিয়ে ছাগলের বাচ্চা ইচ্ছা করলে যেতে পারে। আর বগলের মাঝে শ্বেতাংশ ভাগ দৃষ্টি গোচর হয় এবং সিজদার সময় কুকুরের মত দুই হাত (মাটিতে কনুইসহ) বিছাবেন না (মুসলিম)।

প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছায়ে তার উপর বসবে। (এবং ডান পা আঙ্গুলি ভরে খাড়া করে রাখবে) এবং শরীরের হাড় বা অস্থিগুলো আপন আপন স্থানে ঠিক হতে যে সময় লাগে ততক্ষণ বসে থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)। বসাকালীন সময়ে নিম্নলিখিত দু'আটি পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِى وَاَجِرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاَهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَ ارْزُقْنِىْ-

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ আল্লাহুম মাগফিরলি, ওয়ার হামনী, ওয়াজ বুরনী, ওয়ার ফা'নী, ওয়াহ দীনি, ওয়া আফিনী, ওয়ারযুকনী।

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে শক্তিশালী কর, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সুস্থ রাখ ও আমাকে রিযিক দাও।

অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং এতেও প্রথম সিজদার যে ভাবে তাসবীহ পড়া হয়েছিল তা পড়বে (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

এ দু'আটি বড়ই মূল্যবান। এতে ৭টি বড় বড় নিয়ামত চাওয়া হয়েছে, যা সবারই কাম্য হওয়া উচিত। এ দু'আটি পড়ার অভ্যাস করলে দু'সিজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসার ওয়াজিবটুকুও সহজে আদায় হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (স.) দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক সিজদার সমান লম্বা করতেন। তামাম হাদীসেই এর প্রমাণ রয়েছে। সহীহ সংকলনসমূহে আনাস (রা.) থেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) দু'সিজদার মাঝখানে এতটা দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা বলতাম হয়তো তিনি ভুলে গেছেন কিংবা সংশয়ে পড়েছেন এটাই সুন্নত। সাহাবীদের যুগের পরে অধিকাংশ লোকই এ সুন্নত ত্যাগ করেছে।

জলসায়ে ইস্তেরাহাত

দ্বিতীয় সিজদাহ হতে মাথা তুলে অন্য রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে পূর্বোল্লেখিত নিয়মে কিছুক্ষণ বসাকে জলসায়ে ইস্তেরাহাত বলে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (স.) জলসায়ে ইস্তেরাহাতে না বসে অন্য রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন না (বুখারী)। জলসায়ে ইস্তেরাহাত হতে দাঁড়াবার সময় রাসূলুল্লাহ (স.) দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে ধীর ও শান্ত ভাবে দাঁড়াতেন (বুখারী)।

www.amarboi.org

অনেক মুসল্লী রুকু থেকে মাথা তুলে ভালভাবে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েও সিজদায় চলে যান। আবার কেউ কেউ প্রথম সিজদা থেকে মাথা একটু তুলে পিঠ সোজা না করেই দ্বিতীয় সিজদায় চলে যান। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ঐ সমস্ত লোকের নামায যথেষ্ট কবুলযোগ্য নয় যারা রুকু সিজদা থেকে পিঠ সোজা করে না (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

দ্বিতীয় রাক'আত পড়া

রাসূলুল্লাহ (স.) প্রথম রাক'আতের পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়ে রাফউল ইয়াদায়েন করতেন না এবং ছানা ও আউযু বিল্লাহ পড়তেন না, শুধু বিসমিল্লাহ পাঠের সহিত সূরা ফাতেহা পাঠ করে অন্য সূরা পাঠ করতেন। দুই রাক'আতওয়ালা নামায হলে শেষ বসা বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরাতেন (সিহাহ সিত্তা)। আর তিন বা চার রাক'আতওয়ালা নামাযে দুই রাকাআ'ত পড়ার পর মধ্যম বসা বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতেন (বুখারী)।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুমায়েদ (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স.) যখন সালাম ফিরার জন্য শেষ রাকাআতে বসতেন বা চার রাক'আতওয়ালা নামাযের শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন ডান পায়ের নীচ দিয়ে বাম পা বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন। তারপর (চুপে চুপে) তাশাহহুদ, দরুদ ও অন্যান্য দু'আ পড়তেন।

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীইও ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস্ সলেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থঃ মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদতই একমাত্র আল্লাহর জন্য। রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসূল।

তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার সময় দু'হাত মাটিতে ঠেশ দিয়ে উঠতে হবে এবং দাঁড়িয়ে দু'হাত কাঁধ বা কান পযন্ত উঠাতে হবে (বুখারী)। তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক'আত প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'আতের মত করে পড়তে হবে।

দুরুদ শরীফ পাঠ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লাআলি মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স.) ও তার বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল কর, যেমনটি করেছিলে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার

www.amarboi.org

বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স.) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

দু'আয়ে মাছুরা

নামাযে আততাহিয়্যাতু ও দুরুদ শরীফ পাঠের পর যে দু'আ পাঠ করতে হয় তাকে দু'আয়ে মাছুরা বলে। রাসূলুল্লাহ (স.) নিম্নলিখিত দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছিরাঁও ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন ইন্‌দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া অন্য কেউ গুনাহ মাফকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি করুনা কর। নিশ্চয়ই তুমিই ক্ষমাশীল ও করুণাময় (বুখারী ও মুসলিম)। এই সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ এসেছে।

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا۔ وَاغْفِرْلَنَا۔ وَارْحَمْنَآ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযুবিকা মেন আযাবে জাহান্নাম, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল

www.amarboi.org

মাসিহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়ায়ি ওয়া ফিতনাতিল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরামে।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, দাজ্জালের ফেতনা ও জীবন মরণের ক্লেশ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট পাপকার্য ও ঋণ হতে মুক্তি কামনা করছি (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)।

দু'আয়ে মাছুরা পাঠ শেষ হলে প্রথম ডান ও পরে বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাক'আতুহু

(হে মুক্তাদি ও ফেরেশতাগণ) তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল হোক (আবু দাউদ)। উল্লেখ্য, বারাক'আতুহু শব্দ বাদ দিয়েও সালাম ফিরান জায়েজ আছে (বুখারী)। তবে বারাক'আতুহু শব্দ বললে দু'দিকেই বলতে হবে আর না বললে কোন দিকেই বলা যাবে না।

সালাম শেষে ইমামের ফিরে বসা ও দু'আ

মুনাজাত নামাযের কোন অংশ নয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। ফরয নামাযের জামা'আতে ইমাম সালাম ফিরালে কিছু সময় বসে দু'আ জিকির করা সুন্নত, ওয়াজিব বা ফরজ নয়। অবসর বা অবকাশ থাকলে ইমামের সাথে বসে বসে দু'আ জিকির করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে মুক্তাদী চলেও যেতে পারবেন। তাতে নামাযের কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে বহু প্রকার দু'আর উল্লেখ আছে। এখানে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বাছাই করা দু'আর উল্লেখ করা হলো।

সালাম ফিরানোর পর একবার আল্লাহু আকবার উচ্চস্বরে অতঃপর আস্তে আস্তে তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ এবং একবার নিম্নলিখিত দু'আ পড়া উত্তম।

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامْ۔

উচ্চরণঃ আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ও মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট হতেই আসে শান্তি। হে মহিমান্বিত ও মর্যাদাবান আমাদের প্রভু। তুমি বরকতময় (বুখারী, মুসলিম)। উক্ত দু'আ পাঠ করে ডান অথবা বাম দিকে ঘুরে রাসূলুল্লাহ (স.) মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন (বুখারী ও মুসলিম)। সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বলেন, মহানবী (স.) সালাম ফিরানোর পর আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি শয়নকালে উহা পড়ে তার গৃহে চোর তস্কর হতে নিরাপদ ও হেফাজত থাকবে (বায়হাকী)। রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকেনা (নাসাঈ)। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফিরিস্তা পাহারায় নিযুক্ত থাকে যাতে শয়তান তার নিকটবর্তীও হতে না পারে (বুখারী)।

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّابِمَاشَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মাফিস সামাওয়াতি ওয়ামাফিল আরযি, মানযাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বি-ইযনিহি, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-য়া ওয়াসিয়া কুরছিউয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল আলী-উ-উল আযীম (সূরা আল বাকারাহ ২৫৫ আয়াত)।

অর্থঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। নিদ্রা কিংবা তন্দ্রা তাকে স্পর্শও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তার। তার অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তার নিকটে শাফা'আত করতে পারে? তাদের (মানুষের) সামনে পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া মানুষ তার জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। তাঁর কুরসী (আসন) আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আসমান ও যমীন এবং তন্মধ্যবর্তী সমুদয় বস্তু হেফাজত করতে তিনি কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্ব মহান।

এছাড়াও নিম্নোক্ত দু'আসমূহ অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ।

এক

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكْ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ইননী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিকির ও শুকুরগুজার আদায় করার এবং তোমার উৎকৃষ্ট ইবাদত করার কাজে সাহায্য কর (আবু দাউদ, নাসায়ী)।

দুই

لَآاِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَاشَـرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَـىْءٍ قَـدِيْـرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىْ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَادِّ مِنْكَ الْجَدِّ-

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়্যিন কাদির। আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লিমা আ'তায়তা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানাআ'তা ওয়ালা রাদ্দা লিমা কাযায়তা ওয়ালা ইয়ান ফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। বিশ্বের মালিক তিনিই, সমস্ত প্রশংসা তারই। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। প্রভূ হে! তুমি যাকে দান কর তাকে কেউ রোধ করতে পারে না, তুমি যা নির্ধারণ করে দিয়েছ তা কেউ রদ করতে পারে না, আর কোন সম্মানী ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা তাকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

তিন

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔

উচ্চারণঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুব্হানাল্লাহিল আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র, আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ পবিত্র, মহান মর্যাদাশীল (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এই কালেমা দুটি মুখে বলতে খুবই সহজ, ওজনে ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় (বুখারী, মুসলিম)। এটি বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদিস।

চার

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহ আকবার ৩৩ বার (অথবা আল্লাহ আকবার ৩৪ বার) এবং শেষে নিম্নোক্ত দু'আ একবার পাঠ করবে। তার সমুদ্রের ফেনারাশীর মত পাপও ক্ষমা করা হবে (সিহাহ সিত্তা)। যে ব্যক্তি দু'আটি না জানবে তিনি ৩৪বার পড়বেন শেষে।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর।

অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। তারই জন্য সকল রাজত্ব ও তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।

পাঁচ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদদুনয়্যা হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নার (সূরা আল-বাকারাহ-২০১)।

অর্থ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর, এবং আখেরাতের কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আগুন হ'তে রক্ষা কর।

ছয়

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

উচ্চারণঃ রাব্বানা যালাম না আনফুসানা ওয়াইল লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাছিরিন।

হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি! তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না কর ও আমাদের উপর রহম না কর তাহলে আমরা অবশ্য ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হব (সূরা আল আ'রাফ ২৩)।

সাত

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا۔وَاغْفِرْلَنَا۔وَارْحَمْنَآ۔اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তুয়াখিজনা ইননাসিনা আও আখতা'না রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইছরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযিনা মিন

www.amarboi.org

কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা-তাকাতালানা বিহ ওয়া'ফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ার হামনা আনতা মাওলানা ফানসুর না আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের রব! যদি আমরা যা করণীয় তা ভুলে যাই এবং যা করা উচিত নয় তা ভুলক্রমে করে ফেলি তাহলে সেজন্য আমাদেরকে পাকড়াও করো না। আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি যেরূপ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে তেমন দায়িত্ব আমাদের প্রতি চাপিও না। প্রভূ হে! আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা আমাদেরকে দিওনা। আমাদের গুনাহকে ধরো না। আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের উপর রহম কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফেরদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর (সুরা আল বাকারাহ-২৮৬)

আট

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

উচ্চারণঃ রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বায়দা ইজ হাদাইতানা ওয়াহাবলানা মিল্লাদুন কা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থঃ প্রভু হে! আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমাদের হৃদয়সমূহকে কুটিল ------- হতে দিও না। আর তোমার তরফ থেকে আমাদেরকে প্রদান কর রহমত। নিশ্চয়ই তুমিই তো অজস্র দানকারী (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮)

নয়

رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ۔

উচ্চারণঃ রাব্বানাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফফির'আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আবরার।

www.amarboi.org

অর্থঃ হে আমাদের রব। আমাদের গুনাহসমূহকে মাফ করে দাও এবং আমাদের মন্দ কাজগুলোকে আমাদের ভিতর থেকে দূর করে দাও; আর সৎ ব্যক্তিদের সাথে আমাদের মৃত্যু ঘটাও (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৩)

দশ

اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ۔

উচ্চারণঃ রাব্বিআন্নী মাগলুবোন ফানতাসির,

অর্থ -প্রভূ আমার! আমি পরাভূত, সুতরাং তুমি আমায় সাহায্য কর (সূরা কামার ঃ ১০)

এগার

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বি ফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! হালাল কামাই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়, হারামের যেন দরকারই না হয়। আর তোমার দান দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর যাতে আর কারো মুখাপেক্ষি হতে না হয়।

পিতামাতা ও সন্তানদের জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ۔رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔

অ-তাকাব্বাল দু'আ, রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা অলীল মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকুমুল হিসাব।

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামায কায়েম করার তাওফীক দাও এবং আমাদের দু'আ কবুল কর। হে আমাদের রব! বিচার দিবসে আমার, আমার পিতামাতার ও সকল মু'মিনের গুনাহ মাফ কর (সুরা ইব্রাহীম-৪০)।

www.amarboi.org

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

উচ্চারণঃ রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা।

অর্থঃ হে পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের (আমার পিতা-মাতা) প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শিশুকালে লালন পালন করেছেন (সুরা বনী ইসরাইল-২৪)।

رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّتَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔

উচ্চারণঃ রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আইউনিও ওয়া যায়ালনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদেরকে এমন বানাও যাতে তাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দাও (সূরা আল ফুরকান-৭৪)।

ভাইবন্ধুদের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণঃ রাব্বানাগফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়ালা তাজআল ফিকুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

অর্থঃ প্রভূ হে! তুমি আমাদেরকে মাফ করো এবং আমাদেরকে সেই সব ভ্রাতাগণকে মাফ করো যারা ছিলেন ঈমানে আমাদের অগ্রগামী আর আমাদের অন্তরে মুমিন মুসলমানদের সম্পর্কে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভূ পরওয়ারদিগার! নিশ্চয় তুমি কৃপাশীল দয়ালু (সুরা হাশর-১০)

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ রাব্বানা ওয়াতিনা মা- ওয়াদ তানা আলা রুসূলিকা ওয়ালা তুখঝিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিয়াদ।
অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানি ত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (সুরা আলে ইমরান-১৯৪)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন।
অর্থঃ হে পরোয়ারদিগার! আমাকে মাফ করো, আমার প্রতি রহম কর, তুমি সব দয়াবান থেকে উত্তম দয়াবান। (সুরা আল মু'মেনুন- ১১৮)

দৈনন্দিন জীবনে জরুরী দু'আ

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

اللّٰهُمَّ افْتَحْلِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্ছারণঃ আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিক

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও (মুসলিম)

যখনি কেউ মসজিদে প্রবেশ করবেন তখনি সঙ্গে সঙ্গে দু'রাক'আত সুন্নত নামায দুখুলে মসজিদ (তাহিয়াতুল মসজিদ) আদায় করা উত্তম। তারপর প্রয়োজন হলে বসবেন। দু'রাক'আত নামায না পড়ে কখনো বসা উচিত নয় (বুখারী, মুসলিম, মুআত্তা ইমাম মালিক)। এমনকি জুম'আর দিনে ইমাম খুতবা দিচ্ছেন এমতাবস্থাতেও কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে উক্ত দু'রাক'আত নামায সংক্ষেপে আদায় করে বসা উচিত (বুখারী ও মুসলিম, মুআত্তা ইমাম মালিক)।

www.amarboi.org

মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ

اللهُمَّ اِنِّى اسئلكَ مِن فَضلِكَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাযলিক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার অনুকম্পা প্রার্থনা করি (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

১. শোয়ার পূর্বে দু'আ- اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বেএসমিকা আমুতো ওয়া আহ্ইয়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি। (ঘুমাতে যাই) এবং তোমার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হই। (বুখারী)

২. ঘুম থেকে জেগে উঠার পর দু'আ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَامَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ۔

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'য়দামা আমাতানা অ-ইলাইহিন নুশুর।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদের জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে।

৩. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবায়েছে।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পুরুষ ও স্ত্রী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

www.amarboi.org

৪. পায়খানা থেকে বের হবার দু'আ ঃ غُفْرَانَكَ (গোফরানাকা) অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৫. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।
অর্থঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তি সামর্থ নেই।

৬. গৃহে প্রবেশকালের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা খায়রাল মাওলাজা ওয়া খায়রাল মাখরাজে বিছমিল্লাহি ওয়া লাজনা ওয়া বিস্‌মিল্লাহি খারাজ্‌না ওয়া আলাল্লাহে রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উত্তম প্রবেশ ও উত্তম নির্গমন প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামে বের হই আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই ভরসা করি।

৭. সফরে রওয়ানা হওয়ার দু'আ ঃ

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا تُضَيِّعُ وَدَائِعَهُ۔

উচ্চারণঃ আছতাওদেয়কুমুল্লাহাল্লাজী লা তুযিউ ওয়া দায়য়েতুহু।
অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট তোমাদেরকে সোপর্দ করছি, যেখানে আমানতের খেয়ানত হয় না।

www.amarboi.org

৮. খাবার পূর্বে দু'আ ঃ

بِسْمِ اللّٰه বলে আরম্ভ করতে হবে। প্রথমে বিছমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে যখন মনে হবে তখন বলতে হবে- بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ (বিছমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু)

অর্থ- (খাবার) প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি।

৯. খানা খাবার পর দু'আ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাহী আত্আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মেনাল মুসলেমিন।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ায়েছেন, পান করায়েছেন এবং মুসলিমান বানিয়েছেন।

১০. যান বাহনে উঠার দু'আ ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাজি ছাখ্খারালানা হাজা ওয়ামাকুন্না লাহু মুক্রেনীন অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালেবুন।

অর্থঃ "পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব' এর নিকট প্রত্যাবত্তন করব।" সুরা যুখ্রুফ- (আয়াত-১৩-১৪)

১১. নৌকা বা পুলে বা জলযানে আরোহন কালে দু'আ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرُ الرَّحِيْم-

উচ্চারণঃ বিস্মিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরছাহা ইন্নারাব্বী লাগাফুরুর রাহীম।

www.amarboi.org

অর্থঃ এর চলা ও থামা আল্লাহরই নামে নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সুরা হুদ-৪১)

১২. যানবাহন থেকে নামার দু'আ ঃ

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ۔

উচ্চারণঃ রাব্বি আনজিলনী মুনজালাম মুবারাকান ওয়া আনতা খায়রাল মুনজিলিন।
অর্থঃ "প্রভু আমার! আপনি আমাকে বরকতের স্থানে অবতীর্ন করান। আপনিই উত্তম অবতীর্ণকারী।" (সুরা আল মু'মিনুন-২৯)

১৩. বিপদকালীন দু'আ ঃ

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ۔

উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়ুমু বিরাহ্‌মাতিকা আশতাগিসু।
অর্থঃ হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী তোমার দয়ার অসিলায় আমি সাহায্য ও মুক্তি চাই।

১৪. এ দুয়াও পড়া যাবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

উচ্চারণঃ লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জ্বলিমিন।
অর্থঃ আপনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয় আমি (নিজের উপর) জুলুমকারীদের দলভুক্ত।

১৫. ইফতারের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতো ওয়ালা রেজকেকা আফ্‌তারতো।

www.amarboi.org

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছিলাম। এখন তোমার প্রদত্ত জীবিকা দ্বারাই ইফতার করছি।

১৬. ইফতারের পরের দু'আ ঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهِ۔

উচ্চারণঃ যাহাবা জ্জামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরো ইনশাআল্লাহ।

অর্থঃ পিপাশা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে সওয়াব (পুরস্কার) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।

১৭. কবর যিয়ারতের দু'আ ঃ

اَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ۔

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে ইয়াগফেরুল্লাহ লানা অলাকুম ওয়া আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনো বেল আছার।

অর্থঃ হে কবরবাসীগণ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুসরনকারী।

সাইয়্যাদুল ইসতিগ্‌ফার অর্থাৎ তওবার সর্বশ্রেষ্ট দু'আ ও তার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (স.) তার সাহাবাদেরকে বলেছেন- আমি তোমাদেরকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিচ্ছি যে, যে কেউ সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে রাত্রেই যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে সে জান্নাতি হবে এবং কেউ যদি সকালে এই দু'আ পড়ে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায় তবুও সে জান্নাতী হবে (তিরমিযী)।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُهُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়াআনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবু-উ-লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবু-উ-বিযামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ- ওগো আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু পরওয়ারদিগার। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ (তুমি স্রষ্টা) আর আমি তোমারই বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে দেয়া ওয়াদা পালন করছি। আমি যে অন্যায় করেছি তা থেকে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমার উপর তোমার দেয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। অতএব আমাকে তুমি মাফ করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই।

اَللّٰهُمَ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান নার। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন হতে আশ্রয় দান কর।' এই দু'আ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার পাঠ করবে নিশ্চয়ই সে দোযখ হতে পরিত্রাণ পাবে।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযিলত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ۔عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ۔هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ۔اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّايُشْرِكُوْنَ۔ هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى۔يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

উচ্চারণঃ হুআল্লাহুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহীম। হুয়াল্লাহুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযিযুল জাব্বারুল

www.amarboi.org

মুতাকাব্বির সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাওবিরু লাহুল আসমাউল হুসনা, ইউসাব্বিহু লাহু মাফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ, ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম।

যে ব্যক্তি *আউযুবিল্লাহিস সামীইল আলীম মিনাশ শায়তনির রাজীম* ৩ বার পাঠ করার পর সূরা হাসরের ৩ আয়াত *হুয়াল্লাহুল্লাযী* হতে *আযিযুল হাকিম* পর্যন্ত ১ বার প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামায বাদ পাঠ করে থাকে তার মুক্তির জন্য দিবা রাত্রি ৭০ হাজার ফেরেশতা দু'আ করেন এবং সেই দিন বা রাতে তার মৃত্যু ঘটলে সেই ব্যক্তি শহীদের সওয়াব পাবে (তিরমিযী)।

জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির দু'আ

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুমিনগণ যখন ৩ বার বেহেশত কামনা করে, বেহশত তখন বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমার ভিতরে প্রবেশ করাও। অতএব তোমরা মুনাজাতে এই প্রার্থনা করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা জান্নাতাল ফিরদাউস।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস চাই।

আরও যখন সে ৩ বার দোযখ থেকে মুক্তি চায়, দোযখ তখন বলে, হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমার ভিতর ঢুকাইওনা। অতএব, তোমরা বলবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিননার।

অর্থঃ হে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই।

www.amarboi.org

রোগী দেখার দু'আ

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কেউ কোন রোগীর নিকট গেলে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে এবং সম্ভব হলে তার শরীর ডান হাত দ্বারা ছুঁয়ে দিবে।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণঃ আযহিবিল বাস রাব্বান নাস ওয়াশফি আনতাশ শাফি লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকামা।

অর্থঃ হে মানুষের প্রভু। তুমি কষ্ট দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তুমি ভিন্ন আরোগ্য দাতা নাই। এমন আরোগ্য দান কর যেন কোন অসুস্থতা না থাকে।

যে তাসবীহ সমস্ত দিনের তাসবীহ পাঠের সমতুল্য

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায শেষে এই তাসবীহ ৩ বার পাঠ করবে সে তার সমস্ত দিন তাসবীহ্ পাঠের সমতুল্য সওয়াব পাবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمٰتِهٖ۔

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি, আদাদা খালকিহী, ওয়া রিযা নাফ্সিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।

অর্থঃ আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর সৃষ্ট জীবের সংখ্যার সমতুল্য এবং তার জাতের সন্তুষ্টির সমতুল্য ও তাঁর আরশের ওজনের তুল্য এবং তাঁর বাক্যাবলীর বিস্তৃতির তুল্য (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রাহীম। অর্থঃ হে আমাদের প্রভূ। আমাদের প্রার্থনা কবুল কর এবং আমাদের তওবা মঞ্জুর কর। তুমি অত্যন্ত তওবা গ্রহণকারী দয়াময়।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔

উচ্চারণঃ ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিও ওয়া আ-লিহী-ওয়া আসহাবিহী আযমাইন, বিরাহমাতিকা ইয়া-আর হামার রাহিমীন।

অর্থঃ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর বংশধরগণ এবং তাঁর সহচরবৃন্দ সকলকে তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করো; হে পরম দয়ালু আল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন অথবা ইয়া আরহামার রাহিমীন অথবা ইয়া-যাল জালালী ওয়াল ইকরাম শব্দগুলো দ্বারা মোনাজাত শেষ করা উচিত।

তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রি জাগরণ করা। পরিভাষাগত অর্থে, অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ নিদ্রাত্যাগপূর্বক বিছানা হতে উঠে যে সকল নামায আদায় করে উক্ত নামাযকে তাহাজ্জুদ নামায বলা হয়। রাত্রির সুখময় নিদ্রা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ইবাদত অর্থেও তাহাজ্জুদ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে তাহাজ্জুদ ব্যতীত অন্য কোন সুন্নত বা নফল নামাযের উল্লেখ করেন নাই। সুরা বনী ইসরাইলের ৭৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

উচ্চারণঃ ওয়ামিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতান লাক।

www.amarboi.org

অর্থঃ রাতের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদ (নামায) পড়ো এটা তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত)।

সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম দুই আয়াতে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

হে বস্ত্রাবৃত! কিছু অংশ বাদে বাকী রাত কিয়ামুল লাইল করো।

তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

اَفضَلُ الصَّلٰوةِ بَعدَ الـمَفرُضَـةِ صَلٰوة فِى جَوفِ اللَّـيلِ

ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো তাহাজ্জুদের নামায (মুসলিম)। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন-

اَشْرَفُ اُمَّتِىْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ الَّيْلِ

আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হলো কুরআনের ধারক ও বাহক এবং রাতের অধিবাসী (রাত জেগে ইবাদতকারী) (বাইহাকী)।

আল্লাহর রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো।

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَهُ جَوْفِ الَّيْلِ الْاٰخِرِ

হে রাসূল (স.) কোন দু'আ সব চেয়ে বেশী মকবুল জওয়াব দিলেন, শেষ রাতের ও ফরজ নামাযের পরের দু'আ। (তিরমিযী)।

নবী করীম (স.) আরও ইরশাদ করেছেন, রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য আগের গুনাহর কাফ্‌ফারা এবং গুনাহ করা থেকে বিরত রাখার উপায় (তিরমিযী)।

আল্লাহর রাসূল (স.) আরো বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّـيلِ فصلى وايقظ اِمرَاَتـه فصلَّت فَاِن اَبَت نَضَحَ فِى وَجهِهَا الـمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمرأَءة قَامَت مِنَ اللَّـيلِ فَصَلَّت وَايقَظَت زَوجَهَا فصلى فَاِن اَبى نَـضَحَت فِى وَجهِه الـمَاءَ-

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা সেই পুরুষের প্রতি অত্যন্ত রহমত ও করুনা বর্ষণ করেন, যে পুরুষ নিজে তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়ে এবং স্বীয় স্ত্রীকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগায়। আর স্ত্রী যদি না জাগে তবে তার চোখে পানি ছিটা দিয়ে হলেও জাগায়। আর ঐ স্ত্রী লোকের উপর আল্লাহর অজস্র রহমত বর্ষিত হয় যে নিজে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীর তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগায়। এমনকি না জাগলে চোখে পানি ছিটা দিয়ে হলেও জাগায় (আবু দাউদ, নাসায়ী)। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নেকীর কাজের জন্য কিছুটা জোর জবরদস্তী করাও জায়েজ আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুমায়, তখন শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয়। প্রত্যেক গিরায় 'এখনও রাত আছে ঘুমাও' এ কথার মোহর মারে। কিন্তু সে যদি জেগে উঠে আল্লাহকে স্বরণ করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। যদি সে অযুও করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে তবে শেষ গিরাটিও খুলে যায়। এমতাবস্থায় তার সকাল হয় সুন্দর, পবিত্র ও প্রফুল্ল মনে। অন্যথায় তার সকাল হয় নোংরা অলস মনে (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (স.) জান্নাত লাভের পথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামাযও। এই বলে তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

অর্থঃ তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা এবং নিজের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাংখা সহকারে (সুরা সাজদা ঃ ১৬)।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী মানব মণ্ডলীকে একত্রিত করবেন তখন আল্লাহর পক্ষথেকে এক আহ্বানকারী

www.amarboi.org

(যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে) দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন, হে হাশরের ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী। আজ তোমরা অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করবে-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা এবং নিজের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাংখা সহকারে। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন- যাদের সংখ্যা হবে খুব নগন্য। (ইবনে কাছির।) এই রেওয়াতেরই কোন কোন শব্দ রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে (মাযহারী)।

আসলেই শেষ রাতে উঠা আল্লাহর সাথে মাব্বতের সম্পর্কেরই প্রতীক। দুনিয়া যখম ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুমের মজা ও বিছানার মায়া ত্যাগ করা তার পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহর মহবাতের কাংগাল এবং এর মজা যে পায় তার পক্ষে এটা কঠিন মনে হয় না।

এই নামাযের দ্বারা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়, অলিয়ে কামেলদের দরজায় পৌঁছা যায়, গুনাহ মাফ হয়, পাপরাশী ক্ষমা হয় এবং শারীরিক রোগব্যাধি দূরীভূত হয় (তিরমিযী)।

হাদীস শরীফে আরও এসেছে, দিবসের নামায অপেক্ষা নৈশ নামাযের ফযিলত এরূপ বেশী যেমন প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানের ফযিলত বেশী (অর্থাৎ সত্তরগুণ বেশী) (তাবরানী, আততারগীব ওয়াততারহীব)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস করার পর পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত হতভাগ্যের কাজ, এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তোষ হন (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তোমরা কখনো তাহাজ্জুদ (নৈশ নামায) ছাড়বে না। কারণ মহানবী (স.) কখনো ঐ নামায ছাড়েন নি। এমনকি অসুস্থ অবস্থাতেও বসে বসে উক্ত নামায আদায় করতেন।

www.amarboi.org

তাহাজ্জুদ এর সময় ও নিয়ম

রাত্রি একটার পর (শেষার্ধ) হতে ফজরের নামাযের পূর্ব সময় পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত। এ নামায আট রাক'আত এবং বেতরসহ মোট এগার রাক'আত। রাসূলুল্লাহ (স.) দুই দুই রাক'আত করে চার সালামে আট রাক'আত এবং তিন রাক'আত বেতরসহ মোট এগারো রাক'আত তাহাজ্জুদ পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

এই নামাযের জন্য বিশেষ কোন সূরা পাঠ করার কথা হাদীসে নেই। যার জন্য যা সহজসাধ্য তিনি সেই সব সূরা দিয়েই নামায আদায় করবেন। যাদের নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস এবং শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাদের জন্য ঈ'শার নামাযের পর বেতরের নামায না পড়ে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের পরই বিতর নামায পড়া ভাল। তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর নিদ্রা যাওয়ার দরুন বা তাহাজ্জুদ নামায পড়ার দরুন যেন ফজরের নামায কোনক্রমেই কাযা না হয় তার প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (স.) তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠে নিম্নের দু'আগুলোর প্রত্যেকটি দশবার করে পড়তেন-

আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ; সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম; সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, আসতাগফিরুলাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এছাড়াও তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন যীকিদ দুনইয়া ওয়াযীকি ইয়াওমাল কিয়ামাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি দুনিয়ার ও কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা হতে মুক্তি চাচ্ছি (বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

এরপর রাসূলুল্লাহ সূরা আলে ইমরানের নিম্নে উল্লেখিত ১৯০ ও ১৯১ আয়াত একবার পাঠ করতেন।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ۔اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًاوَّقُعُوْدًاوَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا۔سُبْحٰنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ۔

উচ্চারণঃ ইন্না ফী খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরয, ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারি লা-আয়াতিল-লি-উলীল আলবাব। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামাওঁ ওয়া কু'উদাঁও ওয়া'আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাককারুনা ফী খালকিস সামাওয়াতি অয়াল আরযি রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান, সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান্নার।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যে দিবস এবং যামিনীর বিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান, যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং পার্শ্বে ভর করে, শূয়ে আল্লাহকে স্বরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং বলে): প্রভু হে! তোমার সৃষ্টি কোনটাই বৃথা নয়, সুতরাং আমাদেরকে অগ্নি (দোযকের) শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

ইশরাকের নামায

ইশরাক আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আলো দেয়া, চমকিত হওয়া ও সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরবর্তী সময়। আর ইসলামী শরী'য়ত মতে, সূর্য উদয় হয়ে এক নেযা বা আনুমানিক এক মানুষ পরিমান যখন উপরে উঠে, তখন ইশরাকের নামায পড়ার সময় হয়। এই নামাযের সময় প্রায় দু'ঘন্টা থাকে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ফজরের নামায আদায় করার পর জায়নামাযে বসে দু'আ দরুদ পাঠ করতে থাকলে এবং এ অবস্থায় বেলা উঠার পর ২,৪,৬ অথবা ৮ রাক'আত পর্যন্ত ইশরাকের নামায পড়া জায়েজ। এই

www.amarboi.org

নামায যে ব্যক্তি পড়বে তার সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের মত পাপও মাফ হয়ে যায় (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

যুহা বা চাশ্‌তের নামায

যখন সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, ঐ সময় যে নামায আদায় করা হয় তাকে সালাতুয যুহা বা চাশতের নামায বলা হয়। সূর্যের উত্তাপ যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ বেলা অনুমান ৮/৯ থেকে নিয়ে বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যুহা বা চাশতের নামায পড়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স.) ২ থেকে ৮ রাক'আত পর্যন্ত চাশতের নামায আদায় করতেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। তিনি কখনও এই নামায পড়তেন, কখনও পড়তেন না।

চাশতের নামাযের জন্য বিশেষ কোন সূরার কথা সহীহ হাদীসে নেই। কাজেই যিনি যে সূরা জানেন তা দিয়েই উক্ত নামায আদায় করবেন। এই নামাযের অত্যধিক ফযীলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষের শরীরের ৩৬০টি জোড়া আছে। যে ব্যক্তি চাশতের নামায (সালাতুজ্জোহা) আদায় করবে তার এই জোড়াগুলোর সাদকা আদায় হবে। (আবু দাউদ)।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ আলিম ইশরাক ও চাশত একই নামায বলে উল্লেখ করেছেন।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ্ অর্থাৎ তাসবীহের নামায। এ নামায রাতের চার রাক'আত নফল ইবাদত। এ নামায নির্জনে আদায় করা ভাল। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে তার জানা অজানা আগে পিছের গোপন ও প্রকাশ্য, ছোট বড় যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তিনি আরও বলেছেন, যদি পারো, প্রত্যহ একবার, নুতবা প্রতি সপ্তাহে একবার, যদি তাও না পার তবে মাসে একবার অথবা বছরে একবার, অন্তত সারা জীবনে কমপক্ষে একবার এই নামায আদায় করবে (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

www.amarboi.org

উল্লেখ্য, সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ নয়। একেবারেই দূর্বল। তবে এর হাদীস সংখ্যা বেশি হবার কারণে এর প্রতি আমল করাকে নিরুৎসাহীতও করা হয় না। এজন্য যারা এ বিষয়ে আমল করতে চান তাদের প্রতি লক্ষ্য করে এ সালাতের নিয়মকানুন উপস্থাপিত করা হল।

চার রাক'আত নামাযের নিয়ত করে দাঁড়িয়ে ছানা পাঠের পর সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ শেষ করে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার এই তাছবীহ পাঠ করতে হবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আল্লাহর জন্য পবিত্রতা, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই, আল্লাহ মহান। তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর দু'আ পাঠ শেষ করে এই তাছবীহ ১০ বার পড়তে হবে; রুকু থেকে দাঁড়িয়ে খাড়া অবস্থায় ১০ বার, তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদার দু'আ পাঠ শেষে ১০ বার, সিজদা শেষ করে বসে ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদায় ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদার পর বসে ১০ বার। এভাবে রাক'আতে ৭৫ বার অর্থাৎ (১৫ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ = ৭৫) এভাবে চার রাক'আতে মোট ৭৫×৪=৩০০ তিনশত বার এ তাসবীহ পড়তে হবে (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

সালাতুল আউয়াবীন

মাগরিবের ৩ রাক'আত ফরজ ও দুই রাক'আত সুন্নাত শেষ করে ছয় রাক'আত নফল নামায আদায় করা খুব সওয়াবের কাজ। এই নামাযের নাম সালাতুল আউয়াবীন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নফল নামায (আউয়াবীনের) পড়বে তার আমল নামায় ১২ বছর নফল ইবাদতের সমতুল্য সওয়াব লিখা হবে (ইবনে

www.amarboi.org

মাজাহ, তিরমিযী)। তবে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস জয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।

কসর নামায

কসর আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ কম বা কোন কাজকে সংক্ষেপ করা। ইসলামী শরীয়ত মতে, নামাযের কসর অর্থ, যদি কোন লোক শরীয়ত মতে মুসাফির বলে সাব্যস্ত হয় তবে তাকে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামায চার রাক'আতের স্থলে দুই রাক'আত পড়তে হয়। চার রাক'আত এর স্থলে দুই রাক'আত পড়াকেই নামাযের কসর বলা হয়।

কসর নামায সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

وَاِذَاضَرَبْتُمْ فِىْ الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন তোমাদের নামাযের মধ্যে কম করতে ক্ষতি নেই (সূরা নিসা- ১০১)।

নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে সফরে বের হলে যোহর, আসর ও ইশার ফরয নামায চার রাক'আতের স্থলে দুই রাক'আত পড়াকে উক্ত নামাযের কসর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কসর আল্লাহর দান, অতএব তা কবুল কর। ফজর ও মাগরিবের নামাযে কোন কসর নেই (মুসলিম)।

عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضـ اللهُ عَنهُ قَالَ اَقَامَ النَّبِىَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تِسعَةَ عَشَرَ قَصَرَوَ اذا سَافرنَا تِسعَةَ عَشَرَ قصَرنَا وَاذَا زدنَـا اتمَمنَا

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) উনিশ দিন পর্যন্ত সফরে থাকলে কসর পড়তেন, আমরাও যখন উনিশ দিন সফরে থাকতাম তখন কসর পড়তাম। এর বেশী থাকলে পূর্ণ নামায পড়তাম (বুখারী)। তবে অন্য বর্ণনায় বেশিদিন কসর করার কথাও

www.amarboi.org

এসেছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) আযারবাইযান সফরে এসে পুরো বরফের মৌসুমে সেখানে আটকে যান এবং ছয়মাস কসর নামায আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা.) সিরিয়া সফরে এসে দুই বছর সেখানে অবস্থান করেন এবং কসর আদায় করেন (মিরকাত, ফিকহুস সুন্নাহ)। যেহেতু সফর বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়াতে বিভিন্ন রকম মতামত পাওয়া যায় তাই অবস্থানগত দিক বিবেচনা করে প্রয়োজন মোতাবেক কসর আদায় করা যেতে পারে।

কেউ কেউ ৩ দিনের কম সফরে থাকলে তাকে সফর বলতে চাননা এবং তাতে কসর পড়ার প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। এটা ঠিক নয়। হাদীসে এসেছে-

سَمى النَّبِىّ صَلى اللهُ عَليهِ وَسَلمَ السفرَ يَومًا وَليلاً

রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন এক রাত সফরে থাকাকেই সফর বলতেন এবং তাতে কসর পড়তেন; (বুখারী)।

خَرَجَ عَلِى ابنُ طَالِبٍ فقصرَ وَهُوَ يرى البُيُوتُ فلمَّا رَجَعَ قِيلَ له هذِه الكُوفةُ قالَ لا حَتى نَدخُلها تَقصرُ فِى كُلّ سَفرٍ طَويلٍ او قصِيرٍ

হযরত আলী (রা.) বাড়ি থেকে বের হয়ে বাড়ি দেখা যায় এমতাবস্থায় কসর পড়তেন। তারপর বাড়ি ফেরার পথে যখন তাকে বলা হল এটা কুফা শহর তখন তিনি বললেন, হোক না কেন তা বাড়িতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসর পড়বো (বুখারী)।

يُقصِرُ الصَّلوةَ إذاخَرَجَ مِن مَوضَعِه

বাড়ি থেকে সফরের নিয়তে বের হলে অর্থাৎ পথিক নিজেকে মুসাফির মনে করে পথ চললে কসর করবে।

দাউদ যাহেরী বলেছেন-

www.amarboi.org

تَقصِرُ فِى كُلِّ سَفَرٍ طَوِيلٍ اَو قَصِيرٍ

ছোট এবং দীর্ঘ সব রকমের সফরেই কসর পড় (তাফসীরে কুরতুবী)।

ইমাম শওকানী বলেছেন, যতটা দূরে গেলে পথিক নিজেকে মুসাফির বলে মনে করতে পারে তত দূরের রাস্তায় কসর পড়বে (দূরায়ে মুযীযাহ, শরহে দুরাবে বাহিয়া)

কত মাইল দূরে ভ্রমণের জন্য নামায কসর করা জায়েজ, এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার হাদীস পাওয়া যায়। আমাদের বর্তমান হিসেবে তা ন্যূনপক্ষে ৯ মাইল এবং সর্বোচ্চ ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল (সিহাহ সিত্তা)। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ৪ বুরুদের মধ্যে কসর পড়তেন। উল্লেখ্য, ৩ মাইলে এক ফরসক এবং ৪ ফরসকে এক বুরুদ। সুতরাং ৪ বুরুদে ৩×৪×৪= ৪৮ মাইল। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে উমরকে (রা.) ৪৮ মাইল পথের সফরে কসর নামায পড়তেন ও রোযা ভাংতেন (বুখারী)। সফরের নিয়তে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরই যে নামাযের ওয়াক্ত আসবে তখন সেই নামায থেকেই কসর পড়তে শুরু করতে হবে।

এ সমস্ত বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয় যে, কসর নামায পড়ার সফরের দূরত্ব সর্ম্পকে সাহাবায়ে কিরামের নিকট কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা পরিমাপ ছিল না। তাই মনে হয় দূরত্বতার কথাও নয়, যা সফর নামে অভিহিত হতে পারে তাতেই কসর করা যাবে। ইমাম ইবনে কায়্যিম এবং বর্তমান কালের বিশেষজ্ঞ আলিমদের এটাই স্থির সিদ্ধান্ত।

জুমু'আর নামায

প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষের জন্য জুমু'আর নামায ফরয। নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা জুমু'আর নামায ফরয প্রতিপন্ন হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

www.amarboi.org

হে বিশ্বাসীগণ! জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য দৌড়ে যাও এবং কেনাবেচা বন্ধ কর, এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, যদি তোমরা উপলব্ধি কর (সূরা জুমু'আ, আয়াত-৯)

তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি জুমু'আর নামায ফরয নয়।

(১) কৃতদাস (২) মহিলা (৩) অপ্রাপ্তবয়স্ক (৪) অসুস্থব্যক্তি (৫) মুসাফির। এই শ্রেণীর লোক জুমু'আর পরিবর্তে যোহরের নামায আদায় করবেন।

সপ্তাহে শুক্রবার দিন যোহরের নামাযের সময় জুমু'আর দুই রাক'আত ফরয নামায পড়তে হয়, বাকী দুই রাক'আতের স্থলে খুতবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব প্রত্যেক মুসল্লীকে খুতবা পাঠের পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হতে হবে এবং মনোযোগের সাথে পুরোপুরি খুতবা শুনা জরুরী।

যারা অলসতা করে জুম্আর নামায পড়তে মসজিদে আসে না, রাসূলুল্লাহ (স.) স্বহস্তে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন; (মুসলিম)। আর যারা ইচ্ছাপূর্বক পর পর তিন জুম্আ ক্বাযা করে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন (তিরমিযী, নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহ (স.) জুমু'আর দিন মসজিদে এসে লোকদের নীরব থাকতে বলতেন। তিনি বলেছেন, জুম্আর দিন ৩ ধরনের লোক মসজিদে উপস্থিত হয়।

(১) বাজে কথার লোক। সে বাজে ও বেহুদা কথা বলে।

(২) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার লোক। তার প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালা কবুল করতেও পারেন নাও করতে পারেন।

(৩) এমন ব্যক্তি যে নীরব থাকে, কাউকেই ডিংগায় না, কাউকেও বিরক্ত করে না, কষ্ট দেয় না এবং কায়মনোবাক্যে ইবাদতে মশগুল থাকে। তার এই সব আমল পরবর্তী জুম্'আ পর্যন্ত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। তাছাড়া সে অতিরিক্ত তিন দিনের সওয়াবও পায়।

www.amarboi.org

কখনো খুতবা দেয়ার সময় আল্লাহর রাসূলের (স.) দু'চোখ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উঁচু হয়ে পড়তো। মনে হত তিনি যেন কোন আক্রমণকারী শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ বাহিনীকে সতর্ক করছেন। তবে তার খুতবা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং সালাত ছিল লম্বা।

জুম'আর নামাযের সূচনা ফযিলত ও মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ১ম হিজরীতে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আসার পথে আমর ইবনে আউফের কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি এখানে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কুবার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর শুক্রবারে এখান থেকে সম্মুখে যাত্রা শুরু করেন। তিনি যখন সালিম ইবনে আউফ গোত্রে পৌছেন, তখন জুমার নামাযের সময় হয়। তিনি সেই প্রান্তরে অবস্থিত সমজিদে জুমার নামায পড়েন।

মদীনায় হিজরত করে আসার পর এটাই রাসুলূল্লাহ (সাঃ) প্রথম জুম'আর নামাজ। এখানেই তিনি জুমু'আর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খুতবা পাঠ করেন। ইবনে ইসহাক বলেন, আমি আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে তাঁর প্রথম খুতবাটি শুনতে পেয়েছি। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে কোন ভুল কথা বলা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। খুতবাটি নিম্নরূপঃ

"হে মানুষ! নিজের জন্য পূণ্য আগেই পাঠাও। মনে রাখবে, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, হঠাৎ যখন তোমাদের মৃত্যু হবে, তখন তোমাদের বকরীগুলো রাখালশূন্য হয়ে পড়বে। মৃত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কাছে কি আমার রাসুল (সাঃ) যায়নি? তোমাকে কি সে আমার বাণী পৌছায়নি? আমি তোমাকে কি ধন সম্পদ দিইনি? তোমাকে কি বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করিনি? তাহলে তুমি তোমার জন্য আগামী কী পাঠিয়েছ? তখন সে ডানে ও বামে তাকাতে থাকবে? কিন্তু কিছুই দেখতে পারবে না। তারপর সম্মুখে তাকাবে এবং সে নিজের সামনে জাহান্নাম দেখবে। সুতরাং একটা খেজুর দান করে হলেও যতটুকু পারো, সেই ভীষণ আগুন থেকে

www.amarboi.org

বাঁচানোর চেষ্টা করো। তাও যে পারবে না, সে যেন সুন্দর কথা বলে বিদায় করে দেয়, কারণ তা পূণ্য কাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। তার পূণ্য দশ থেকে সাতশ গুন পর্যন্ত হবে। তোমাদের প্রতি শান্তি ও রহমত নেমে আসুক।"

জুম'আর দিনের গুরুত্ব ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমু'আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোষাক ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগেভাগে মসজিদে যাবার তাগিদ দিয়েছেন। (বুখারী) মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাকাআত 'তাহইয়াতুল মসজিদ' আদায় করবে (মুত্তাফাক আলাইহ্) খুতবা চলাকালীন অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে 'তাহইয়াতুল মসজিদ' আদায় করে বসে পড়বে (মুসলিম)। হাফিজ ইবনুল কায়্যিম বলেন, বিশুদ্ধ সুত্রে প্রমাণিত, রাসূল (সাঃ) এর খুতবা প্রদানকালে একজন সাহাবী মসজিদে এসে বসে পড়লে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মসজিদে প্রবেশ করে তুমি কি দু রাকাআত নামায পড়েছ? সাহাবী বললেন, জ্বী না। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, উঠে দু'রাকাআত নামায পড়। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ খুতবা দানকালেও মসজিদের প্রবেশ করলে সে যেন দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেয়।

জুমু'আর সুন্নত নামাযঃ

জুমু'আর নামাযের আগে কোন সুন্নত নামায নেই। তবে 'তাইয়াতুল মসজিদ' দু'রাকা'আত নামায পড়ে বসতে হবে। জুমু'আর খুতবার পূর্বে যত খুশি নফল নামায আদায় করা যাবে। জুমু'আর নামাযের পরে মসজিদে চার রাকা'আতে অথবা বাড়ীতে গিয়ে দু'রাকাআত সুন্নত আদায় করা যাবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা চার ও দুই মোট ছয় রাকা'আত সুন্নত ও নফল পড়া যায় (মুসলিম)। আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, জুমু'আর নামাযের পূর্বে সুন্নত নামায না পড়ার সুন্নতই রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণিত। যেমন, ঈদের নামাযের আগে পরে আর কোন সুন্নত নামায না পড়াটাই সুন্নত।

www.amarboi.org

তিনি আরও বলেছেন, "জুমু'আর দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং মুসল্লীদের সওয়াব লিখতে থাকে। প্রথমে যারা মসজিদে প্রবেশ করেন তারা উট কুরবানীর সমান সাওয়াব পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরবানীর এবং তার পরবর্তীগহণ ডিম কুরবানীর সাওয়াব পায়। অতঃপর খতীব দাঁড়িয়ে গেলে তার দফতর গুটিয়ে ফেলে ও খুৎবা শুনতে থাকে" (বুখারী-মুসলিম)।

ফযীলত ও মর্যদা

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "সূর্যোদয়ের মাধ্যমে যে সব দিনের সূচনা হয়, তন্মধ্যে (অর্থাৎ সকল দিনের মধ্যে) জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। কারণ এই দিনেই হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আর জুমু'আর দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ইবনে মাজহার একটি বর্ণনায় এসেছে- এই দিনই আদম (আঃ) এর মৃত্যু হয়েছে। এই দিন রাসুলূল্লাহ (সাঃ) এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে হয়। এ দিন ইমামের মেম্বরে বসা হতে জামাআতে নামায শেষ সালাম ফিরানো পযন্ত সময়ের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন বান্দার যে কোন সঙ্গত দাবী আল্লাহ কবুল করেন। দু'আ কবুলের এই সময়টির মর্যাদা লায়লাতুল ক্বদরের ন্যায় বলে হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জুমু'আর সমস্ত দিনটি ইবাদতের দিন। অন্য হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঐ দিন আছর নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ কবুলের সময় প্রলম্বিত। অতএব জুমু'আর দিন দু'আ দরূদ, তাসবীহ তেলাওয়াত ও ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া উচিত। (যা'দুল মায়াদ) এই সময় খতীব স্বীয় খুতবায় এবং ইমাম মুক্তাদিগণ স্ব স্ব সিজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও দরূদের পরে সালামের পূর্বে আল্লাহর নিকট প্রাণ খুলে দু'আ করবেন। কেননা রাসুলূল্লাহ (সঃ) এই সময় বেশী বেশী দু'আ করতেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমু''আর দিন

www.amarboi.org

গোসল করে সুগন্ধি মেখে মসজিদে এলো ও সাধ্যমত নফল নামায আদায় করল, অতঃপর চুপচাপ ইমামের খুতবা শ্রবণ করলো ও জামা'আতে নামায আদায় করলো, তার পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং আরও ৩ দিনের গোনাহ মাফ করা হয়। (বুখারী-মুসলিম)

সহুসিজদা

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও ভুল হয়। আমি কোন কিছু ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও (বুখারী)

নামাযে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভুল হওয়াটা তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহর নি'আমতের পূর্ণতা। এভাবেই আল্লাহপাক তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন। কারণ এ প্রক্রিয়াতেই তারা জানতে পেরেছে, নামাযে ভুল হলে তাদের করণীয় কি?

যেহেতু মানুষ ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয় তাই নামাযের মধ্যে মুসল্লীদেরও হঠাৎ ভুল হয়ে থাকে। অতএব নামাযে ভুল হলে সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজ্‌দা করে সালাম ফিরাতে হয়। এই সিজ্‌দাকে সহুসিজদা বলে।

সহুসিজ্‌দার ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীমই (স.) বলে দিয়েছেন, যদি সে পাঁচ রাক'আত পড়ে থাকে তা হলে এই সিজ্‌দা দু'টি তার নামাযের সাথে মিলে জোড়যুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি সে চার রাক'আত পড়ে থাকে, তা হলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। আর সিজ্‌দা দু'টি শয়তানের পক্ষে অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। কারণ এই দু'টি সিজ্‌দা দেয়ায় শয়তান রাগে জ্বলে পুড়ে মরবে। কেননা শয়তান নামাযীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। তার নামায নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তাকে প্রতারিত করেছে। কিন্তু সহু সিজ্‌দা দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার নামাযের কমতি পূরণ করে দিয়েছেন। বিভ্রান্তি দূর করার পন্থা বলে দিয়েছেন, সেই সাথে শয়তানের সঠিক লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার কারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

www.amarboi.org

সন্দেহের সিজদা

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেহ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন শয়তান এসে নামাযের ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এমনকি সে কত রাক'আত পড়েছে তা ভুলে যায়। এভাবে নামাযের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হলে রাসূল (স.) ফিরে নামায পড়েননি। তিনি বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে বিশ্বাস যেদিকে প্রবল হবে সে অনুসারে নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে দু'টি সিজ্‌দা করে নিবে এবং সন্দেহ ত্যাগ করবে। সিজ্‌দা করার পর কোন কিছু না পড়েই সালাম ফিরাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের কেউ যখন নামাযের মধ্যে সংশয়ে পড়ে যাবে, তখন সে যেন কোন একটিকে সঠিক ধরে নিয়ে নামায পড়ে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজ্‌দা করে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

সহু সিজ্‌দা দেয়ার পর তাশাহ্‌হুদ পড়ার নির্দেশ কোন সহীহ্ হাদীসে নেই। নামাযে তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিইয়্যাতু) পড়তে বসার সময় একক মুসল্লী যদি হঠাৎ ভুলবশত পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যায় তবে সহু সিজদা দিতে হবে। সামান্য একটু উঠলে দিতে হবে না (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারকুতনী)।

সহু সিজ্‌দায় ঐ সমস্ত দু'আ পাঠ করতে হবে যা অন্যান্য সিজ্‌দায় পাঠ করা হয়। যদি রাক'আতের সংখ্যার মধ্যে সন্দেহ হয় তবে দু'সংখ্যার মধ্যে কম সংখ্যা ধরে নিয়ে নামায পূর্ণ করে তাশাহ্‌হুদ, দরুদ ইত্যাদি পাঠ করে দু'টি সিজ্‌দা করে সালাম ফিরাবে; (মুসলিম)।

নামায শেষ করার পর কেউ নামাযের ভুলত্রুটি স্মরণ করে দিলে কোন কথাবার্তা বলার আগে শুধু সহু সিজ্‌দা করলেই সেরে যাবে, নতুন করে সম্পূর্ণ নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না (সিহাহ সিত্তা)।

উল্লেখ্য, ইমাম যদি নামাযে ভুল করেন তবে সঠিক পদ্ধতি হলো সুবহানাল্লাহ বলা এবং মহিলা মুসল্লীরা হাতে তালি দিয়ে সতর্ক করবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

ক্বাযা ও ভুলের নামায

ভুলে কিংবা নিদ্রায় থাকা অবস্থায় নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে যখন স্মরণ হবে বা ঘুম থেকে জাগবেন তখনই নামায আদায় করে নিতে হবে (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)। চার ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হলে তরতীব মত উহা পর পর আদায় করা আবশ্যক হবে না। ওয়াক্তের নামায আদায় করার পূর্বে ক্বাযা নামায আদায় করবেন। চার সংখ্যার কম ওয়াক্ত ক্বাযা হলে একসাথে একে একে সব নামায আদায় করে তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামায আদায় করা উত্তম (তিরমিযী)। কিন্তু ক্বাযা নামাযী ক্বাযা আদায়ের পূর্বে উপস্থিত জামা'আত হচ্ছে দেখতে পেলে জামা'আতের সাথে শামিল হবেন এবং জামা'আত শেষে ক্বাযা নামায আদায় করবেন।

মৃত্যকালীন করণীয় ও গোসল প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে (আবু দাউদ)। এজন্য তিনি মৃত্যুকালীন মুমূর্ষু রোগীকে কালিমার তালকিন দিতে বলেছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। তবে কালিমা পড়ানোর জন্য চাপাচাপি করা উচিত নয়। সেই সাথে মৃত্যুর পরে বিলাপ করে চিৎকার দিয়ে বুকচাপড়িয়ে কান্নাকাটি করা বৈধ নয়। এতে মৃতব্যক্তির উপর আযাব হয়ে থাকে। কিন্তু মৃতব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে যদি ঐ ধরনের কান্না করতে নিষেধ করে যান তবে তিনি আযাব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু যিনি ঐভাবে কাঁদবেন তিনি গুনাহগার হবেন। তবে মৃতব্যক্তির জন্য চুপে চুপে কাঁদা এবং নীরবে অশ্রুপাত করতে বাধা নেই (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ।)

মৃতব্যক্তির ঋণ থাকলে তার ওয়ারিশগণকে তা আদায় করা কর্তব্য। কারণ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মৃতের আত্মা আটক থাকে (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করাটাও ঋণের মধ্যে সামিল। স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে সব ঋণ শোধ করা জরুরী। তবে এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মোহরানা মাফ করে

www.amarboi.org

দেন তবে তিনি অশেষ সওয়ারের ভাগী হবেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে মাফ নেয়া দূরস্ত নয়।

সুন্নাতি তরীকা মোতাবেক গোসল দিতে পারেন এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়্যেতকে (পুরুষ পুরুষকে, মহিলা মহিলাকে) গোসল করাবেন। তবে মহিলাগণ শিশুকে গোসল দিতে পারেন (ফিকহুস সুন্নাহ)

আমাদের সমাজে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বলে স্বামী মৃত স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী মৃত স্বামীকে গোসল দিতে পারবে না এমনকি একে অপরের চেহারাও দেখতে পারবে না। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক কথা এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকাকে (রা.) প্রায়ই বলতেন-

يَا عَائِشَةُ لو مُتِّ قَبلِى فقمتُ عَلَيكِ فغَسلتُكِ وَكَفَنتُكِ وصَلَّيتُ عَلَيكِ ودَفَنتُكِ

উচ্চারণঃ ইয়া আইশাতু লাউ মুত্তি কাব্‌লী ফাকুমতু আলাইকি ওয়া গাসালতুকি ওয়া কাফানতুকি ওয়া সাল্লাইতু আলইকি ওয়া দাফানতুক।

অর্থঃ হে আইশা! তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তাহলে আমি তোমার কাছে থাকবো, তোমাকে গোসল দিবো, তোমাকে কাফন পরাবো, তোমার জানাযা আদায় করবো এবং তোমাকে দাফন করবো (ইবনে মাজাহ, দারকুতনী)।

এছাড়াও মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) স্বীয় স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইশের মৃত্যুর পর তাঁকে নিজে গোসল দিয়েছিলেন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা মহানবীর জামাতা হযরত আলী (রা) স্বীয় স্ত্রী ও মহানবী (স.) এর কন্যা হযরত ফাতিমাকে (রা.) তাঁর মৃত্যুর পর নিজহাতে গোসল দিয়েছিলেন; (বায়হাকী ও দারকুতনী)।

www.amarboi.org

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পদ্ধতিঃ

একমাত্র শহীদ ব্যতীত সকল প্রকার মৃত. ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরযে কেফায়াহ। হযরত আদম (আঃ) থেকেই এই প্রথা চালু হয়ে আসছে।

রাসুলূল্লাহ (সঃ) ফরমিয়েছেন, আদমের (আঃ) মৃত্যুর পর ফেরেশতাগণ তাকে পানি দ্বারা বেজোড় সংখ্যায় ধৌত করেন অতঃপর দাফন করেন। (মিরআতুল মাফাতীহ (২))

নিম্নবর্ণিত গোসল দিতে হবেঃ

১. একটা তক্তা, চৌকি অথবা ঐ জাতীয় কোন কিছুর উপর রেখে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান বস্ত্রখন্ড দ্বারা ঢেকে অতঃপর পরিধেয় বস্ত্র খুব সাবধানে পর্দার সাথে খুলবে।

২. ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকরা ব্যবহার করবে এবং ঐ কাপড়ের ন্যাকরা দ্বারা লজ্জাস্থান পরিষ্কার করবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং খালিহাতে স্পর্শ করবে না।

৩. অতঃপর বিস্‌মিল্লাহ বলে নামাযের ন্যায় অযু করাবে।

৪. গোসল দেয়ার পূর্বে মাথার চুল ও দাড়ী সাবান দ্বারা উত্তরমরুপে পরিষ্কার করে দিবে। (আবু দাউদ)

৫. কুলের পাতা দ্বারা (বা সাবান লাগিয়ে) গোসল দিবে। (বুখারী-মুসলিম)

৬. মৃত ব্যক্তিকে বাম কাতে শোয়াবে ডান পার্শ্ব হতে পানি ঢেলে দিয়ে গোসল করাবে।

৭. তিনবার বা তিনের অধিক বোজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে।

৮. শেষ বারের পানিতে কর্পূর মিশাবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

৯. পার্শ্ব পরিবর্তনকালে অত্যন্ত কোমলভাবে ধরবে, যেন চাপে নাপাকি বের না হয়।

১০. আস্তে আস্তে সারা শরীর উত্তমরূপে মর্দন করে গোসল দিবে যেন শরীরের কোন অংশ শুকনা না থাকে।

www.amarboi.org

গোসলদানকারীর সাওয়াব ঃ

মাইয়েতকে গোসল দানকারীদের জন্য অশেষ নেকি রয়েছে দু'টি শর্তে- (১) যদি তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য গোসল করান এবং গোসল করানোর বিনিময়ে কিছুই গ্রহন না করেন। (২) যদি তিনি মাইয়েতের কোন অপছন্দনীয় বিষয় গোপন রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করালো, অতঃপর তার গোপনীয়তা সমূহ গোপন রাখলো আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ ঢেকে রাখবে এব যে ব্যক্তি তাকে কাফন পড়ালো, আল্লাহ তাকে মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করাবেন। গোসল সাধারনতঃ মৃতের নিকটাত্মীয় দিবে। তবে তাদের গোসল দিবার নিয়ম ভালভাবে জানা না থাকলে অন্য কোন জানা শুনা মুত্তাকী পরহেজগার লোক গোসল দিবে।

কাফনের কাপড়ঃ

মাইয়েত যদি পুরুষ হয় তবে ৩ কাপড় দিবে।

১. ইযার
২. চাদর
৩. লেফাফা, কামিছ, কুরতা বা পাগড়ী লাগবেনা।

আর যদি ৩ কাপড় দেয়ার সংগতি না থাকে তাহলে অগত্যা এক কাপড়েও চলবে। (মুয়াত্তা মুসলিম) মৃত ব্যক্তি যদি সম্পত্তি না রেখে যায় তবে দুই বা এক কাপড়েও দেয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

বদর যুদ্ধে শহীদ মুসআব ইবনে ওমায়েরের কাফনের জন্য শুধু এমন একটা কাপড় ছিল যদ্বারা মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশমত অবশেষে তার মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিল এবং পায়ের উপর 'এযখর' নামক খাস দেয়া হয়েছিল। (বুখারী)

মাইয়েত যদি স্ত্রী লোক হয় তাহলে তার জন্য ৫ কাপড় লাগবেঃ

১. সিনাবন্ধ
২. ইযার বা লুঙ্গি
৩. খিলকা বা কোর্তা

www.amarboi.org

৪. উড়নী

৫. লেফাফা, মাথা হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত। (আহমদ, আবু দাউদ)

কাফনের রং সাদা এবং পাক সাফ হওয়া চাই। কিন্তু বেশী মুল্যবান হওয়া নিষেধ (আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, আহমদ)।

পুরাতন ও ব্যবহার করা কাপড় দ্বারাও কাফন দেয়া দুরস্ত আছে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

অসামর্থ হলে মহিলাদের জন্য ইযার, কোর্তা ও লেফাফা এই তিনটিতেই চলবে।

মৃতব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে কাফন পরাবার পূর্বে তার মাথার চুলগুলো তিনভাগে ভাগ করে বেনী করবে। সম্মুখে চুলের একটি এবং দু'পাশের চুল দ্বারা দুইটি। বেনীগুলো পিছনের দিকে রেখে দিবে। (মুসলিম, ইবনে মাযাহ)

পুরুষের কাফন পরাবার পূর্বে মাথা এবং দাড়ীতে আতর লাগাবে এবং কাফন পরাবার পর স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সেজদার স্থানগুলোতে যথা উভয় হাতের তালু, নাক, কপাল, উভয় হাঁটু, উভয় পায়ের আগায় কর্পূর মেখে দিবে। (ইবনে শায়বা, বায়হাকী।

জানাযার নামায

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। হিজরী সালের প্রথম বর্ষে মদীনায় জানাযার নামায যথারীতি শুরু হয়। এর পূর্বে মক্কাতে জানাযার নামাযের বিধান ছিলনা; (মিরকাতুল মাফাতীহ)। আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে মুসলমানের জানাযায় একশতজন দ্বীনদার মুসল্লী শরীক হয় এবং তার জন্য দু'আ করে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন (মুসলিম)। অপর এক হাদীসে এসেছে, চল্লিশজন মুত্তাকি লোক যার জানাযা পড়বে তারও গুনাহ মাফ হয়। আর এক হাদীসে পাওয়া যায়, বড় বড় তিন কাতার লোক যার জানাযা পড়ে তারও মুক্তি লাভ হয় (আবু দাউদ)। মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে জানাযার নামায আদায় করবে সে উহুদ পাহাড়ের সমান সওয়াব পাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

জানাযার নামায পড়ার জন্য খাটলী এমনভাবে রাখতে হবে যেন মৃতের মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে হয়। অতঃপর অযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে (বুখারী); এবং কমপক্ষে তিন কাতার বাঁধবে (আবু দাউদ)। মৃতব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম তার মাথা বরাবর এবং স্ত্রী হলে তার কোমর বরাবর দাঁড়াবেন (বুখারী ও মুসলিম)। তারপর মনে মনে নিয়ত করবে এবং দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বুকের উপর হাত বেধে নামায শুরু করবে এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফউল ইয়াদায়েন করবে (দারকুতনী)।

হাত বাঁধার পর তাউজ-তাসমিয়াসহ সূরা ফাতিহা এবং অপর একটি সূরা পড়বেন। কিরাত নিরবে পড়াই উত্তম। তবে তা'লীমের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে স্বরবে পড়া জায়েজ। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরুদে ইব্রাহীম শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করতে হবে। তারপর দু'হাত উপরে উঠিয়ে তৃতীয় তাকবীর বলবেন এবং এই দু'আ পাঠ করবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهٗ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী হাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ। ক্ষমা করুন আমাদের জীবিতদের, আমাদের মৃতদের, আমাদের উপস্থিতিদের, আমাদের অনুপস্থিতিদের, আমাদের ছোটদের বড়দের, আমাদের পুরুষদের এবং আমাদের মহিলাদের। প্রভু হে! আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মাঝে যাকে মৃত্যু দান করবেন তাকে

www.amarboi.org

ঈমানের উপর মরণ দিবেন। হে আল্লাহ। আপনি আমাদেরকে মাহরুম করবেন না এর সওয়াব হতে (অর্থাৎ এর কারণে যে মসিবত আমরা পেয়েছি এর ফলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।) এবং তারপরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) মৃতদের জন্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দু'আ করতে আদেশ করেছেন (নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

মৃতব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক সবার জানাযার জন্যই এই দু'আ যথেষ্ট। অতঃপর দু'হাত উত্তোলন করবেন এবং ৪র্থ তাকবীর বলবেন এবং তাকবীর দিয়ে ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম ফিরাবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ (নাসায়ী)।
বাম দিকে ঘার ঘুড়িয়ে বলবেন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ (নাসায়ী)।
ইমাম উচ্চস্বরে সালাম ফিরাবেন এবং মুক্তাদীগণ নিম্নস্বরে সালাম ফিরাবেন।

জানাজার তাকবীর

রাসূলুল্লাহ (স.) চার তাকবীরে জানাযা পড়তেন। তিনি পাঁচবার তাকবীর বলেছেন বলেও সহীহ সূত্রে জানা যায় (মুসলিম)। জানাযার নামায পাঁচ তাকবীরে পড়াও সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম চার, পাঁচ এবং ছয় তাকবীরেও জানাযা পড়েছেন। যায়েদ ইবনে আরকাম পাঁচ তাকবীরে জানাজা পড়েছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স.) পাঁচ তাকবীরে জানাযা পড়তেন (মুসলিম)। যে ব্যক্তি পাঁচ তাকবীরে জানাযা পড়তে চান তিনি চতুর্থ তাকবীর বলার পর নিম্নলিখিত দু'আ পড়বেন

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

উচ্চরণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়া'ফু আন্‌হু ওয়া আক্‌রিম নুঝুলাহু ওয়াওয়াছছি মাদখালাহু ওয়াগ্‌ছিলহু বিল মায়ি ওয়াছছালজি-ওয়াল বারাদি ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতায়া কামা নাক্কাইতাইতাছ-ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ্দানাসি ওয়া আবদিলহু দারান খাইরাম মিন দারিহি ওয়া আহ্‌লান খাইরাম মিন আহ্‌লিহী ওয়া ঝাওজান খাইরান মিন ঝাওজিহী ওয়াদ খিলহুল জান্নাতা ওয়াইয্‌হু মিন আযাবিল কাব্‌রি, ওয়া আযাবিন্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি অনুগ্রহ কর, তাকে সম্মানজনক আতিথ্য দান কর। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার পাপারাশী পানি, শিলা এবং বরফ দ্বারা ধৌত করে পরিস্কার করে দাও এবং তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিস্কার হয়। তাকে দুনিয়ার বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি প্রদান কর এবং এখানকার সঙ্গিনীর চেয়ে উত্তম সঙ্গিনী প্রদান কর এবং তাকে জান্নাতবাসী কর এবং তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও (মুসলিম)।

এ হাদীসের রাবী আউফ (রা.) বলেন যে, যখন আমি রাসূলুল্লাহ (স.) হ'তে এ দু'আ শুনলাম, তখন আমার মনে খুব ঈর্ষা হচ্ছিল এবং আমি মনে মনে এ কথাই বললাম যে, যদি আমিই এ মৃত ব্যক্তি হতাম (যার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এ দু'আ করছিলেন) তাহলে রাসূল (স.) আমার জানাযায় এ দু'আ পড়তেন তাহলে কতই না ভাল হত। এতে বুঝা যায় যে, জানাযার নামাযে উচ্চস্বরে দু'আ পড়া জায়েজ।

রাসূলুল্লাহ (স.) আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর মৃত্য সংবাদ শুনে মদীনাতে গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

ঈদের নামায

ঈদের নামায ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ঈদ হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বার্ষিক দু'টি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদের দিন সমূহের উৎসবগুলো পরিবত্রতম ও ধর্মীয় ভাব গাম্বীর্যে পরিপূর্ণ। প্রাক ইসলামী যুগে আরবদেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন যে মদীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে বলেন "আল্লাহ তোমাদের ঐ দু'দিন উৎসবের বদলে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন, ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা'র দিন। (আবু দাউদ) উভয় ঈদেনর দিন রোযা পালন নিষিদ্ধ।"

ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (বুখারী)। ঈদের দিনে গোসল করা সুন্নত (ইবনে মাজাহ)। ঈদুল ফেতরের নামাযের সময় সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্বে এবং ঈদুল আযহার নামায সূর্যোদয় থেকে সোয়া প্রহর বেলার ভিতর পড়া বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ঈদুল ফেতরের নামায বিলম্ব করে এবং ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়তে বলেছেন (ইমাম শাফেয়ী)।

রাসূলুল্লাহ (স.) দু'ঈদের নামাযই মাঠে-ময়দানে পড়তেন। তবে বৃষ্টির দরুণ ঈদের নামায মসজিদে পড়া জায়েয আছে (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

রাসূলুল্লাহ (স.) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার আগে কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতেন। সেগুলোর সংখ্যা হতো বেজোড়। ঈদুল আযহার দিন নামায থেকে ফিরে আসার পূর্বে কিছুই খেতেন না। নামায থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোস্ত খেতেন। তিনি দু'ঈদের দিন (ঈদহগাহে যাবার আগে) গোসল করতেন।

রাসূলুল্লাহ (স.) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন। তবে ওযর বা কারণবশত যানবাহনে আরোহণের অনুমতি আছে। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাক্‌বীর উচ্চারণ করতে থাকতেন। ঈদের দিনে ঈদগাহে যাতায়াতের রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নত। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (স.) ঈদগাহে পৌঁছেই নামায শুরু করে দিতেন। নামাযের আগে আযান বা ইকামাতও দেয়া হতো না এবং নামায শুরু হচ্ছে বলে ঘোষণাও দেয়া হতো না। এর কিছুই তিনি করতেন না। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ঈদগাহে পৌঁছে এই দু'রাক'আত নামাযের আগে বা পরে কোন নামায পড়তেন না। তিনি খুতবার আগেই নামায পড়তেন।

প্রথম রাক'আতে ৭ বার তাকবীর বলতেন। তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথেই সাতবার তাকবীর বলতেন। প্রতি তাকবীরের মাঝে সামান্য থামতেন। দুই তাকবীরের মাঝে কোন যিকর বা তাসবীহ পড়তেন বলে প্রমাণ নেই।

তাকবীর শেষে তিনি ক্বেরাত শুরু করতেন। সূরা ফাতিহার পর কখনও 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 'হালআতাকা হাদীসুল গাসীয়া' কখনও 'নূন ওয়াল কুরআনুল মাজীদ', অপর রাক'আতে 'ইকতারাবাতিস সা'আতু ওয়ানশাক্কাল কামার' অংশ থেকে তিলায়াত করতেন। এগুলো সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিরাত শেষ করার পর তাকবীর বলে রুকু ও সিজ্‌দা করতেন।

প্রথম রাক'আত শেষে সিজ্‌দা থেকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক'আতের শুরুতে পরপর পাঁচবার তাকবীর বলতেন। তাকবীর শেষ করে ক্বিরাত শুরু করতেন। এভাবে প্রত্যেক রাক'আত তিনি তাকবীরসমূহ দ্বারা শুরু করতেন এবং ক্বিরাত শেষ করেই রুকুতে যেতেন (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী)।

রাসূলুল্লাহ (স.) নামায শেষ করে জনতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতেন। জনতা তাদের নিজ নিজ সারিতেই বসা থাকতো। দাঁড়িয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ (খুতবা) দিতেন। ভাষণে তিনি তাদেরকে উপদেশ, পরামর্শ এবং আদেশ নিষেধ প্রদান করতেন। ভাষণ দেয়ার জন্য সেখানে (ঈদগাহ) কোন মিম্বর ছিল না। তাছাড়া মদীনার মসজিদ থেকেও মিম্বর বের করে আনা হয়নি। তিনি ভূমিতে দাঁড়িয়েই ভাষণ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদের নামায শেষে দাড়িয়ে কেবল মাত্র একটি খুততা দিয়েছেন। সুদের জামায়াতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মতহলাগণ প্রত্যেকে বড় চাঁদরে আবৃত হয়ে যোগদান করতে

www.amarboi.org

পারবেন। ঋতুবর্তী মতহলাগণ কেবল খুঃবা শ্রবন করবেন ও দু'আর শরীক হবেন।

ইস্তেখারার নামায

কাজের সুফল লাভের জন্য যে নামায পড়া ও দু'আ করা হয়, তাকে ইস্তেখারা বলে। যখন কোন লোক কোন কাজ করবার সংকল্প করেন, যেমন-কোথাও যাওয়া, বিয়ে করা, চাকুরী করা, ব্যবসা করা, কোন বাড়ি বা দোকানে নতুন আসা ইত্যাদি ব্যাপারে- তখন নামাযে ইস্তেখারা পড়া সুন্নত।

প্রথমে মিছওয়াক করত অযু করে দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করে নিম্নেবর্ণিত দু'আটি পড়ে কার্যক্ষেত্রে নামলে উক্ত কার্য সমাধা হোক বা না হোক তাতেই বরকত হবে এবং এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকেই ইস্তেখারা বলা হয়। ইস্তেখারা করলে মু'মিন লোক কখনও নিরাশ বা লজ্জিত হয় না। ইস্তেখারা করার পর আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে অথবা তন্দ্রার মাঝে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত জানিয়ে দিবেন। সেই স্বপ্নের কথা বা ইঙ্গিত সহজে বুঝতে না পারলে স্বপ্নের জ্ঞানে পারদর্শী আলেমের কাছে তার তা'বীর জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া যেতে পারে।

ইস্তেখারার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَفِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ۔ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَفِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম; ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আক্‌দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব, আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (হাযাল আমরা বলার সময় নিজের প্রার্থিত বস্তুর নাম করবেন) খায়রুনলী ফী দীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতি আমরী ওয়া ফি আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহি ফাক্‌দিরহু লী ওয়া ইয়াছছিরহু লী সুম্মা রাবিক্‌লি ফীহি ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (এখানেও পুনরায় প্রার্থিত বস্তুর নাম করবে) শাররুন লী ফী দীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতি আমরী ওয়াফি আজিলি আমরী ওয়া আজলেহী ফাছরিফহু আন্নী ওয়াছরিফনী আনহু ওয়াকদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কানা ছুম্মা আরযিনী বিহ।

অর্থঃ হে প্রভু! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ বিষয়টি প্রার্থণা করছি; তোমার কুদরতের অছিলায় শক্তি চাচ্ছি আর তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান আর আমি দুর্বল। তুমি জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং তুমিই সর্বজান্তা। প্রভুহে! তুমি যদি মনে কর যে, এই কাজটি (অভিষ্ট বস্তু) আমার দ্বীন ও দুনিয়া, ইহকাল ও পরকাল আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে তাহলে আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দাও এবং এর প্রাপ্তি আমার জন্য সহজতর করে দাও এবং এতে আমার জন্য বরকত দান কর। তুমি দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে তা হলে তুমি তাকে আমা হতে দূর করে দাও এবং আমাকে তা হতে দূরে রাখ। তুমি আমার জন্য যা মঙ্গলজনক তা ব্যবস্থা কর- সেটা যেখান থেকেই হোক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্ত করে তোল (বুখারী ও তিরমিযী)।

www.amarboi.org

লেখকের আরয

অত্র ক্ষুদ্র বইটির সম্মানিত পাঠক পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকট এ খাকসার গোনাহগারের সবিনয় নিবেদন, অধমের মৃত্যু সংবাদ আপনাদের কানে পৌঁছলে মেহেরবানী করে আমার জন্য খাস করে দু'আ করবেন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার জীবনের যাবতীয় পাপরাশী ক্ষমা করেন এবং জীবন সায়াহ্নের লেখা এ পুস্তিকাটি মহান করুণাময় সাদকায়ে যারিয়াহ্ হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

আরো আরজ রাখছি, আপনারা দূরে-বহুদূরে অবস্থান করলেও গায়েবানা জানাযা করবেন বলে আশা রাখছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতের জন্য কবূল করুন। আমীন।

www.amarboi.org

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর- হাফেজ ইমামুদ্দীন ইবনে কাছির
২. তাফসীরে মা'রিফুল কোরআন- মুফতি মুহাম্মদ শফি
৩. তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
৪. সহীহুল বুখারী
৫. সহীহ মুসলিম
৬. সুনানু আবী দাউদ
৭. সুনানুন নাসাঈ
৮. জামিউত তিরমিযী
৯. সুনানু ইবনে মাজাহ
১০. মিশকাত
১১. মুসনাদু আহমাদ
১২. কিতাবুল উম্মি লিশ শাফেয়ী
১৩. ফাতহুল বারী লি ইবনে হাজার (রহ.)
১৪. শারহু সহীহ মুসলিম লিন্‌নাবুবী (রহ.)
১৫. ফিকহুস সুন্নাহ লিসাউয়িদ সাবিক্
১৬. তুহফাতুল আহওয়াযী লি আব্দির রহমান মুবারকপুরী
১৭. বাজলুল মাজহুদ শারহু আবী দাউদ
১৮. নায়লুল আওত্বার
১৯. কির'আতুল ফাতিহিল কিতাব লি ইমাম বুখারী (রহ.)
২০. জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইনি ফিস সালাতি লিল বুখারী
২১. শারহুমা'আনিল আছার লিত তাহাভী (রহ.)
২২. শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী (রহ.)
২৩. সিলসিলা সাহীহাহ লি আলবানী (রহ.)
২৪. ত্বাবারানী
২৫. মুয়াত্তা লি ইমাম মালিক (রহ.)
২৬. মির'আত লিইমাম শামসুল হক আযীমাবাদী
২৭. মিরক্বাত শারহি মিশকাত, মোল্লা আলী ক্বারী
২৮. হেদায়া
২৯. ফাতহুল ক্বাদীর লি ইমাম ইবনে হুমাম
৩০. সহীহ ইবনে খুযায়মা
৩১. রওয়াতুন নাদিয়াহ লি ইমাম নওয়াব সিদ্দিক খান
৩২. ফিকহ্ মুহাম্মদী
৩৩. আল্লাহর রাসূল (স.) কিভাবে নামায পড়তেন-আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম
৩৪. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামায- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
৩৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)- ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩৬. সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা- আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল।

www.amarboi.org

লেখরেক প্রকাশিত বই

১. রাসূলুল্লাহর (স.) নামায ও জরুরী দু'আ।
২. চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা।
৩. শবেক্বদর শবেবরাত ও ই'তেকাফ।
৪. দু'আ তাওবা ও ইস্তেগফার (প্রকাশের পথে)।

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. হযরত ফাতেমা (রা.)।
২. মুমিনের আচরণ।
৩. জান্নাত লাভে পারস্পরিক হক আদায়।
৪. রাসূলুল্লাহর (স.) এবং সংগ্রামী জীবন।

www.amarboi.org

তিনি একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে প্রায় ছয় বছর কাজ করেন এবং এক পর্যায়ে প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর তিনি অত্র সরকারী কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯২ সালের ১৮ জুলাই সহযোগী অধ্যাপকে পদোন্নতি পেয়ে মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। অত্র কলেজে সুদীর্ঘ ৯ বছর চাকুরী শেষে মেহেরপুর সরকারী কলেজে বদলী হন। তিনি ২০০১ সালে প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দেশের ঐতিহ্যবাহী অন্যতম বৃহত্তম কলেজ সরকারী বি.এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, দৌলতপুর খুলনায় বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনের গোধূলী লগ্নে এসে ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর আবারো পূর্বের ১ম কর্মস্থল বগুড়া জেলার সোনাতলা নাজির আখতার কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিভিন্নমুখী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

২০০২ সালের ২৩ এপ্রিল তৎকালীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর ২ বছরের জন্য সরকারী নাজির আখতার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি দু'বছর সফলভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৩ সালের ১৩ নভেম্বর তিনি অধ্যক্ষ হিসেবেই অবসর গ্রহন করেন।

লেখক পরিচিতি

লেখক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুল জলীল মিঞা ১৯৪০ সালের ৭ জানুয়ারী গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার পূর্ব অনন্তপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলহাজ্ব মাওঃ আকবর হোসেন, যিনি দিল্লী এবং বেনারসে দীর্ঘদিন লেখপড়া শেষে দেশে ফিরে আজীবন মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। মাতা মরহুমা মেহেরুন্নেছা অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন। নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী কওমী মাদ্‌রাসায় পিতার কাছেই লেখকের আরবী শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রায় ছয় বছর কওমী মাদ্‌রাসাতেই তিনি কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে লেখাপড়া করে আরবী শিক্ষার উপর দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে স্থানীয় হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উচ্চ শিক্ষার আশা নিয়ে ১৯৫৮ সালে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বগুড়া জিলা স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালে তিনি বগুড়া জিলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে তৎকালিন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ৮ম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত আরবী কমপালসরি বিষয় হিসেবে গ্রহন করে ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করেন।

১৯৬৭ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। মাস্টার্স ডিগ্রী নেয়ার পর তিনি কলেজের অধ্যাপনাকেই জীবনের মহান ব্রত হিসেবে গ্রহন করেন। সেই সুবাদেই ১৯৬৮ সালের ২ মার্চ তিনি বগুড়া জেলার সোনাতলা নাজির আখতার কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার হিসেবে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। '৮০ এর দশকে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা